রাঁচি, শনিবার

15:07:2023

web : www.rashtriyakhabar.com

# বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK



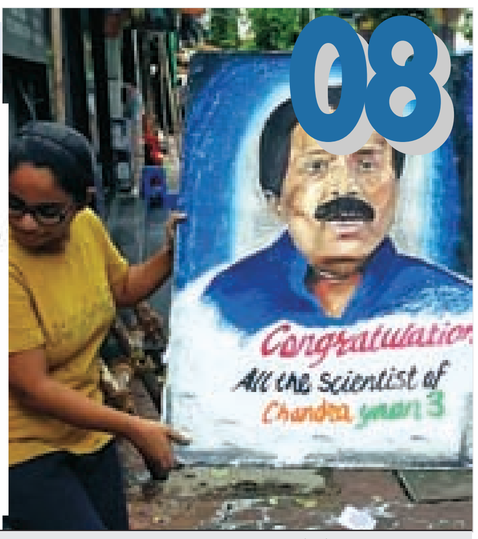


Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>271 >>29 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৭১ >> << ২৯শে, আষাঢ় ১৪৩০>>

### উত্তর কোরিয়া দ্বিতীয় হোয়াসং১৮ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা নিশ্চিত করেছে

**পিয়ংইয়ং ঃ** উত্তর কোরিয়া নিশ্চিত করেছে যে তার সর্বসাম্প্রতিক নিক্ষেপ করা অস্ত্রটি নতুন আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হোয়াসং ১৮'র দ্বিতীয় পরীক্ষা। দেশটি বলেছে এটি ওয়াশিংটনকে কোরীয় উপদ্বীপে তাদের সামরিক উপস্থিতির বিপদ এবং বেপরোয়া আচরণের জবাব দেবে। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন সকালের উৎক্ষেপণে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম কেসিএনএ জানিয়েছে, তিনি একটি শক্তিশালী সামরিক আক্রমণ সিরিজের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন... যতক্ষণ না যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পাপেট বিশ্বাসঘাতকেরা পিয়ংইয়ং'এর বিরুদ্ধে তাদের অকেজো সহিংস নীতির পরাজয় স্বীকার না করে। কেসিএনএ বলেছে, পরমাণু যুদ্ধের বিভিন্ন হুমকি প্রতিরোধ করতে এবং অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে এর নিরাপত্তা রক্ষা করতে হোয়াসং'১৮ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উত্তর কোরিয়ার একটি রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক বাহিনী গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বৃহস্পতিবার নিয়মিত ব্রিফিং'এর সময় আরও বিশদ তথ্য সরবরাহ না করে শুধু জানায় যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সাথে গোয়েন্দা তথ্যের বিশ্লেষণ অব্যাহত রয়েছে।

**বাজার দর**

SENSEX : 66060.90 +502.01
NIFTY : 19564.50 +150.75

**রাঁচি PARA UPDATE**

| সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন |
|---|---|
| 28.00 °c | 25.00 °c |

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .37 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .11 টা

**গহনার বাজার**

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

**রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর**

### ১৭৪ বছরের উষ্ণতম জুন দেখল বিশ্ব

**স্পেনঃ** জলবায়ু পরিবর্তনসহ মানবসৃষ্ট নানা কারণে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। এরই মধ্যে গত জুন ছিল ১৭৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে উষ্ণতম মাস। গত মাসে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা মাসটির আগের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার চেয়ে শূন্য দশমিক ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) গত বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানিয়েছে। ১৮৫০ সাল থেকে বিশ্বে তাপমাত্রার রেকর্ড রাখছে এনওএএ। প্রতিষ্ঠানটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত জুনের বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা ছিলে বিংশ শতাব্দীর গড় তাপমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক শূন্য ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। এর মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো গ্রীষ্মকালের কোনো মাসে স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা দেখা গেছে। এনওএএর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা, ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা নিয়ে গবেষণাকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠান বার্কেলে আর্থ ও ইউরোপের কোপারনিকাসের মতো আবহাওয়ার ওপর নজরদারি করা প্রতিষ্ঠানগুলোও গত জুনকে রেকর্ড রাখা শুরুর পর থেকে সবচেয়ে উষ্ণ মাস হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির জলবায়ুবিজ্ঞানী নাতালি মাহোয়াল্ড বলেন, 'আমরা চলতি বছরে তাপমাত্রার রেকর্ড, দাবানল, দূষণ ও বন্যা দেখতে পেয়েছি। উষ্ণ জলবায়ুর জেরে এটার আশঙ্কাই আমরা করে থাকি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা আমরা করে থাকি, তার কিছুটা আভাস পাওয়া শুরু করেছি।' এদিকে গত জানুয়ারি ছিল রেকর্ড রাখা শুরুর পর তৃতীয় উষ্ণতম মাস। সব হিসাব মিলিয়ে এনওএএর পূর্বাভাস বলছে, রেকর্ড রাখা শুরুর পর ২০২৩ সাল সবচেয়ে উষ্ণ বছর হওয়ার ২০ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৪ সালে এ সম্ভাবনা আরও বেশি হবে। আর বার্কেলে আর্থের কর্মকর্তা রবার্ট রোডের ভাষ্যমতে, তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সাল উষ্ণতম বছর হওয়ার সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ।

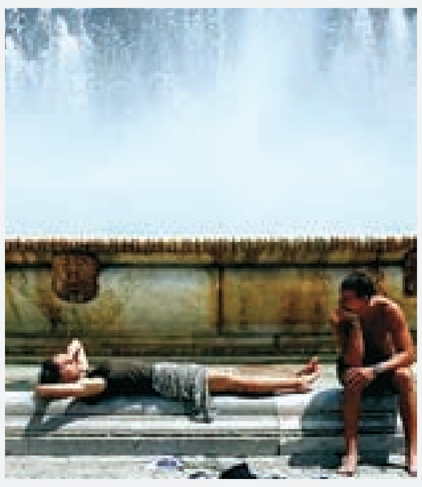

# ৩ বছরে বিশ্বে সাড়ে ১৬ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে ঃজাতিসংঘ

**জেনেভা ঃ** করোনা মহামারি, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বজুড়ে মানুষকে চরম সংকটে ফেলেছে। এসব কারণে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে।

জাতিসংঘের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষ থেকে আপাতত ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) ওই প্রতিবেদন বলছে, করোনা মহামারি, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে ২০২০ থেকে ২০২২ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের প্রায় সাড়ে ৭ কোটি মানুষ অতিদরিদ্র হয়েছে। তাদের প্রতিদিন ২ ডলার ১৫ সেন্ট বা তার কম আয়ে জীবন যাপন করতে হচ্ছে। একই সময়ে ৯ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমেছে। তাদের দৈনিক ৩ ডলার ৬৫ সেন্টের কম আয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

অতিদরিদ্ররাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছর তাদের আয় মহামারি শুরুর আগের চেয়েও কম থাকতে পারে।

এ বিষয়ে ইউএনডিপির প্রধান আচেম স্টেইনার এক বিবৃতিতে বলেন, গত তিন বছরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ দরিদ্র হয়েছে। তবে যেসব দেশ সামাজিক নিরাপত্তায় আগাম বিনিয়োগ করতে পেরেছে, সেসব দেশে এই সমস্যা কম দেখা গেছে। তবে উচ্চ ঋণগ্রস্ত দেশ, সামাজিক নিরাপত্তায় অপর্যাপ্ত বরাদ্দের দেশ এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধির উচ্চ হারের মধ্যে একটা সম্পর্ক দেখা গেছে।

প্রতিবেদনে এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ঋণ পরিশোধ সাময়িক স্থগিত রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, বহুপাক্ষিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের কৌশল আমাদের নাগালের বাইরে নয়।

গত তিন বছরে দারিদ্র্যের শিকার সাড়ে ১৬ কোটি মানুষকে এ অবস্থা থেকে উত্তরণে ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলার প্রয়োজন বলেও প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে ইউএনডিপি।

এদিকে গত বুধবার প্রকাশিত জাতিসংঘের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের প্রায় ৩৩০ কোটি মানুষ এমন দেশে বসবাস করে, সেসব দেশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের চেয়ে ঋণের সুদ পরিশোধে বেশি অর্থ ব্যয় করে। এমনকি উন্নয়নশীল কয়েকটি দেশ তুলনামূলক কম ঋণ নিলেও উচ্চ সুদহারের কারণে বেশি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে চলতি সপ্তাহের শুরুতে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছিলেন, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংস্কার জরুরি। তিনি বলেন, 'আমাদের বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে হবে। এ ব্যবস্থা বেশ পুরোনো এবং তা ঔপনিবেশিক শক্তির গতিশীলতাকে চিহ্নিত করে।'

## বাইডেনের ইউরোপ সফর সম্পন্ন ঃ ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা

**নিউ ইয়র্ক ঃ** নেটোর প্রতি সমর্থনের প্রতিধ্বণি তুলে এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের পরিবর্তন মানে ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক জোটের সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্কের অনিশ্চয়তা ইউরোপের এই আশংকার অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইউরোপের তিন দেশ সফর সম্পন্ন করেছেন।

বৃহস্পতিবার ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট সাউলি নিনিস্তোর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তিন বলেন, আমি আপনাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। আমার নেটোর সঙ্গে যুক্ত থাকবো, যুক্ত থাকবো শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষেও। আমরা ট্রান্সঅ্যাটলান্টিকের অংশীদার।

বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে উভয় দলের পূর্ণাঙ্গ সমর্থন 'এর কথা পুনর্ব্যক্ত করেন , এ কথা সত্বেও যে একটি দলের মধ্যে কিছু উগ্রবাদী লোকতো রয়েছেই।

মনে হয় তিনি কোন কোন রিপাবলিকানের বিচ্ছিন্নতা থাকার কথা বলছিলেন যারা বাাইডেনের পূর্বসূরি ডনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা ফার্স্ট নীতির অনুসারি। ট্রাম্প নেটোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং ২০১৭ সালে এই জোটকে এখনকার উপযোগী নয় বলে মন্তব্য করেন।

বাইডেন বলেন, আমেরিকার জনগণ জানেন ম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবং নেটো গঠনের পর আমাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে ইউরোপীয় ও ট্রান্সঅ্যাটল্যান্টিক অংশীদারদের অভিন্নতার উপরে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক ঐক্য সম্পর্কে বাইডেনের এই নিশ্চয়তা, গতবার যখন একজন আমেরিকান নেতা ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে বক্তব্য রেখেছিলেন তা থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে ভিন্ন।

লিথুয়েনিয়ার ভিলিনিয়াসে অনুষ্ঠিত দু দিন ব্যাপী নেটো শীর্ষ সম্মেলন থেকে এসে বাইডেন নিনিস্তোকে নিশ্চয়তা দেন যে নেটোর এই নবীন ও ৩১তম সদস্যের প্রতি এই জোটের প্রতিশ্রুতি লৌহ দৃঢ়।

## রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের আরও তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত, আহত ৩৮

**ইউক্রেনঃ** বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় জানিয়েছে, গতকাল রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের অন্তত তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং আরও ৩৮ জন আহত হয়েছে।

কিয়েভের সরকার বলেছে, রুশ বাহিনী বিমান হামলা, ক্ষেপণাস্ত্র এবং ভারী কামান দিয়ে আংশিকভাবে দখলকৃত পূর্ব ডনেটস্ক অঞ্চলে রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি শহর ও গ্রামকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালিয়েছে। ইউক্রেন বলেছে, আংশিকভাবে রাশিয়ার দখলে থাকা জাপোরিঝিয়া অঞ্চলে বুধবার ড্রোনের ধ্বংসাবশেষে ২১ জন আহত হয়েছে এবং রাশিয়ার গোলাগুলির পরে খেরসনে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলেছেন, তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইরানের তৈরি ২০টি ড্রোনকে গুলি করে ভূপতিত করেছে। ড্রোনগুলো রাশিয়া কিয়েভ অঞ্চলকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছিল।তবে তারা বলেছে, বৃহস্পতিবার ভোরে রাজধানীর চারটি এলাকায় ড্রোনের ধ্বংসাবিশেষ পড়ে।এতে আহত দুজন ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং এই ধ্বংসাবশেষের ফলে বেশ কয়েকটি বাড়ি ধ্বংস হয়।

ইউক্রেন বলেছে, অন্যত্র তাদের একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন উর্ধ্বতন রুশ কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওলেগ সোকভ নিহত হয়েছেন। তিনি দক্ষিণ ইউক্রেনে কিয়েভের সাম্প্রতিক পাল্টা আক্রমণের বিরুদ্ধে মস্কোর বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। ইউক্রেন বলেছে, মঙ্গলবার ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী ব্রিটেনের সরবরাহকৃত স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে বারদিয়ানস্ক শহরে আঘাত করা হলে সোকভ নিহত হন। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সোকভের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।

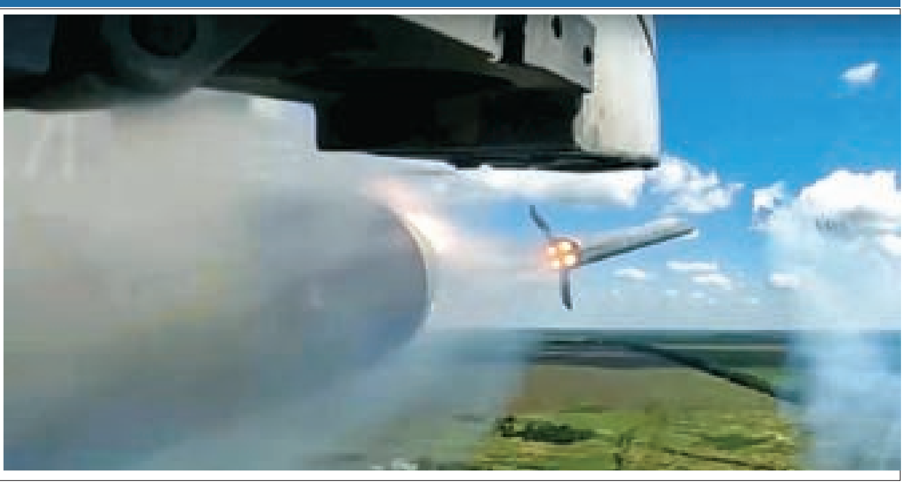

**বিতর্ক** সিবিআই তদন্তের দাবি সরকার মানেনি। সুপ্রিম কোর্টও তদন্তের নির্দেশ দেয়নি

# মোদির ফ্রান্স সফরে অস্বস্তির কাঁটা মণিপুর ও রাফায়েল

**প্যারিস ঃ** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফ্রান্স সফর শুরু করলেন জোড়া বিড়ম্বনা সঙ্গী করে। গতকাল বৃহস্পতিবার যে সময় তিনি প্যারিসে অবতরণ করেছেন, ঠিক তখনই দেশটির স্ট্রাসবুর্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে মণিপুরসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব। এ ছাড়া ফ্রান্সের কাছ থেকে রাফায়েল যুদ্ধবিমান কেনা নিয়ে সেই পুরোনো বিতর্ক নতুনভাবে উঠে এসেছে।

ইইউ পার্লামেন্টে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা মণিপুরের সাম্প্রতিক সহিংসতায় ইন্ধন জুগিয়েছে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভাজনের রাজনীতি সেখানে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় ভারত সরকারকে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে প্রস্তাবে। একই সঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে এ প্রস্তাব যাতে না উঠতে পারে এবং মণিপুরের সহিংসতা নিয়ে যাতে আলোচনা না হয়, সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি ভারত।

ব্রাসেলসের একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যাতে ইইউ পার্লামেন্টে ওই প্রস্তাব উত্থাপিত না হয়, সে জন্য দেনদরবার করতে। মোদির সফর শুরুর আগে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় কোয়াত্রাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'সদস্যদের কাছে ভারত নিজের বক্তব্য পেশ করেছে। মণিপুরে যা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়।'

মণিপুরে দুই মাসের বেশি সময় ধরে পরিস্থিতি অশান্ত। প্রধানত হিন্দু মেইতি ও খ্রিষ্টান কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানিতে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

মোদির জন্য দ্বিতীয় বিড়ম্বনা ২০১৫ সালের রাফায়েল চুক্তি। ওই বছর তিনি ফ্রান্স সফরে গিয়েছিলেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্য রাফায়েল যুদ্ধবিমান কেনাবেচা নিয়ে পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারের চুক্তি বাতিল করে তিনি নতুন চুক্তি করেছিলেন।

আগের ১২৬টির বদলে নতুন চুক্তি হয়েছিল ৩৬টি রাফায়েল কেনার। এ নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল দুর্নীতির। সে নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট বিতর্ক। সিবিআই তদন্তের দাবি সরকার মানেনি। সুপ্রিম কোর্টও তদন্তের নির্দেশ দেয়নি।

কিন্তু দুর্নীতির অভিযোগে তদন্ত শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে। অভিযোগ ছিল, রাফায়েল বিক্রির জন্য যুদ্ধবিমানটির নির্মাতা 'দাসো এভিয়েশন' সুষেণ গুপ্ত নামের এক ভারতীয় অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ঘুষ দিয়েছিল। সেই পুরোনো বিতর্ক নতুনভাবে উঠে এসেছে। এর পাশাপাশি সংবাদমাধ্যম দাসো এভিয়েশনের ভারতীয় অংশীদার শিল্পপতি অনিল আম্বানির করছাড় প্রসঙ্গেও নতুন তথ্য জানিয়েছে। অনিল আম্বানি ২০১৫ সালে মোদির ফ্রান্স সফরের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়েও সে সময় ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল।

এবারের ফ্রান্স সফরেও নতুন করে রাফায়েল যুদ্ধবিমান কিনতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করবেন মোদি। গতকাল সকালে তিনি ফ্রান্স ও আমিরাত সফরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা অর্জন পর্ষদের (ডিএসি) বৈঠকে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ২৬টি রাফায়েল যুদ্ধবিমান কেনার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র অনুমোদন পায়।

# সড়ক দুর্ঘটনা এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে

**শিলিগুড়ি** ঃসড়ক দুর্ঘটনা এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে। বাগডোগরা কেষ্টপুর এলাকায় একটি ইট বোঝায় ট্রাক খারাপ অবস্থায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ির দিকে স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন এক যুবতী। সজোরে ট্রাকের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে ।ওই স্কুটিটি দুমড়ে মুছড়ে যায়। স্কুটি গুরুতর আহত যুবতীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় যুবতীকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনা স্কুলে ছুটে আসে বাগডোগরা থানার পুলিশ। তবে সূত্র জানা যায় দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ ওই যুবতী রাস্তার উপর পড়েছিলেন।আহত যুবতীর নাম রাজিয়া খাতুন তোতারাম নকশালবাড়ির বাসিন্দা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

## মাদক তৈরির কারখানার দূষিত জল প্রবেশ করছে , ঠাকুরনগর এলাকায় বিক্ষোভ

**মালদা** ঃ মাদক তৈরির কারখানার দূষিত জল প্রবেশ করছে এলাকায়। তাতে সমস্যায় পড়ছে স্থানীয়রা। এমনি অভিযোগ তুলে ঠাকুরনগর এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হল স্থানীয়রা। জানা গিয়েছে, ঠাকুরনগর এলাকায় একটি মাদক তৈরির কারখানা রয়েছে। সেখান থেকে প্রতিনিয়ত দূষিত জল এলাকার বাড়িতে প্রবেশ করছে। সাথেই ওই কারখানার একটি দেওয়াল বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। যেকোনো সময় তা ভেঙে পড়তে পারে। এরই বিরোধীতা করে মঙ্গলবার এলাকাবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়। তাদের দাবি প্রশাসন এর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

## আম পাড়তে গিয়ে পোল্ট্রি ফার্মে লাগানো ইলেকট্রিক তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

**মালদা** ঃ আম পাড়তে গিয়ে পোল্ট্রি ফার্মে লাগানো ইলেকট্রিক তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংলিশ বাজার থানার কাজী গ্রাম অঞ্চলের মানিকপুর এলাকায়। জানা গেছে মৃত ওই ব্যক্তির নাম বিজয় মন্ডল। বাড়ি সংশ্লিষ্ট লাগাতেই। পরিবার এবং স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে ওই ব্যক্তি বাড়ি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আম বাগানে আম পাড়তে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় আমবাগান সংলগ্ন পোল্ট্রি ফার্মের চারিদিকে লাগানো ইলেকট্রিক তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি । এরপর তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসাকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে।

## বাগডোগরা বিমানবন্দরে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির, ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

**শিলিগুড়ি** ঃ ব্যাঙ্গালোর থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বাগডোগরা বিমানবন্দর চত্বরে।

মৃত ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন সরকার, বয়স ৬২। তিনি মালদার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে ব্যাঙ্গালোর থেকে চিকিৎসা করিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরে ফেরত আসেন নিরঞ্জন বাবু। বিমানবন্দর থেকে নামতেই অসুস্থ্য বোধ করেন তিনি। হঠাৎই অচৈতন্য হয়ে পড়েন তিনি। তড়িঘড়ি তাকে বাগডোগরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

## বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ককে কটাক্ষ করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব

**শিলিগুড়ি** ঃ জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ ও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকার বিধায়ক এই এলাকার উন্নয়নের জন্য কি করেছেন, সাংসদ কেন্দ্র থেকে কোনো টাকা আনতে পারেন নি, সাংসদ তহবিল থেকেও কিছু করতে পারেন নি এবং বিধায়ক কেবল ঝগড়া করা ছাড়া ও এদিক ওদিক ছুটে বেড়ানো ছাড়া কি করেছেন? কেবল লম্বা লম্বা কথা বলেন তিনি, ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে এসে এমনভাবেই বিজেপি সাংসদ ও বিধায়ককে কটাক্ষ করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার দুপুরে রাধাকৃষ্ণপল্লী এলাকা থেকে তিনি প্রচার শুরু করেন এবং ওই এলাকার বিভিন্ন বুথে গিয়ে জনসভা করেন মেয়র।

## প্রয়াত পানু দত্ত মজুমদারের ৩৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

**শিলিগুড়ি** ঃ উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠক প্রয়াত পানু দত্ত মজুমদারের ৩৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করল পানু দত্ত মজুমদার স্মৃতি সব পেয়েছির আসর নামক সংগঠন। মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে অবস্থিত পানু দত্ত মজুমদারের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে সংগঠনের সদস্যরা। ও পানু দত্ত মজুমদারের জীবনী নিয়েও আলোচনা করা হয়।

## শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমনের মধ্যে দিয়ে ময়নাগুড়িতে প্রচার শুরু করলেন মদন মিত্র

**মালদাঃ** মঙ্গলবার দুপুরে জল্পেশ গেস্ট হাউসে ব্রেক ফাস্ট সেরে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ শৈব তীর্থক্ষেত্র ময়নাগুড়ি জল্পেশ মন্দিরে পূজো দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে প্রচার শুরু করেন কামার হাটির বিধায়ক মদন মিত্র। এদিন লাল পাঞ্জাবী কালো কূর্তা পরে প্রচারে নামেন কামার হাটির বিধায়ক মদন মিত্র। শুভেন্দু হোলো চোরের রাজা। ও যেখানে যায় সেখানেই চুরি হয়। উনি বলেন এখানে এসে দেখলাম তৃনমূল খুব ভালোভাবে জিতে যাবে।

## নাক্সালবারি ব্লকের একাধিক উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে নকশালবাড়ি BDO অফিসে অনুষ্ঠিত হল বৈঠক

**শিলিগুড়ি** ঃ নকশালবাড়ি ব্লকের একাধিক উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে নকশালবাড়ি ক্কত্ত্ব অফিসে অনুষ্ঠিত হল বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ।

জানা গিয়েছে, নমশালবাড়ি ব্লকে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। সেই সমস্ত কাজের অগ্রগতি ক্ষতিয়ে দেখতে এই বৈঠক হয় বলে জানা যায়। এদিনের বৈঠকে সভাধিপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ির ক্কত্ত্ব সহ অন্যান্যরা।

## লক্ষীর ভার নিয়ে অভিনব নির্বাচনী মিছিলে অংশ নিলেন শতাধিক মহিলা

**মালদা** ঃ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প লক্ষীর ভান্ডার। এবারে মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রকল্পকে সামনে রেখে লক্ষীর ভার নিয়ে অভিনব নির্বাচনী মিছিলে অংশ নিলেন শতাধিক মহিলা। মঙ্গলবার মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের যদুপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জহুরপুর, খাসপাড়া, মডেল কলোনি সহ একাধিক এলাকায় অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচনী মিছিল। নির্বাচনী মিছিলে শতাধিক মহিলা লক্ষীর ভার কেউ হাতে নিয়ে আবার কেউ মাথায় নিয়ে অংশ নেন। জানা যায় যদুপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রবিনূর খাতুন এবং ১৪ নম্বর আসনের প্রার্থী সরিফুন নিসার সমর্থনে গ্রামের মহিলারা লক্ষীর ভার নিয়ে এই নির্বাচনী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। তৃণমূল প্রার্থীরা জানান আজ ঘরে ঘরে লক্ষীর ভান্ডার। তার পাশাপাশি দিকে দিকে উন্নয়ন। তাই মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। তা দেখে বিরোধী প্রার্থীরা ভয় পেয়েছে। তাই ভোটের মুখে স্থানীয় কংগ্রেস প্রার্থীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা বিলি করছে। তবে যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস প্রার্থীর।

## এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে ট্রাকের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে স্কুটি, গুরুতর আহত যুবতী

**শিলিগুড়ি** ঃসড়ক দুর্ঘটনা এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে। বাগডোগরা কেষ্টপুর এলাকায় একটি ইট বোঝায় ট্রাক খারাপ অবস্থায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ির দিকে স্কুটি নিয়ে যাচ্ছিলেন এক যুবতী। সজোরে ট্রাকের পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে ।ওই স্কুটিটি দুমড়ে মুছড়ে যায়। স্কুটি গুরুতর আহত যুবতীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় যুবতীকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনা স্কুলে ছুটে আসে বাগডোগরা থানার পুলিশ। তবে সূত্র জানা যায় দুর্ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ ওই যুবতী রাস্তার উপর পড়েছিলেন।আহত যুবতীর নাম রাজিয়া খাতুন তোতারাম নকশালবাড়ির বাসিন্দা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ।

## মালদা জেলা পরিষদের ইংরেজবাজারের ৩২ নম্বর আসনের প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার চালান মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম

**মালদা** ঃ বিভাজনের রাজনীতির খেলায় মেতেছে বিজেপি। ওরা চাইছে তৃণমূলের ভোট ভাগ হয়ে যাক। তাহলে ওরা সুবিধা করতে পারবে। তারজন্য কংগ্রেস এবং সিপিএমকে ব্যবহার করছে বিজেপি । আসলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এখনও রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওদের। তাই এখন তৃণমূলের ভোট ভাগ করতে মরিয়া বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিকেলে ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানপাড়া এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে গিয়েই বিরোধীদলের নেতৃত্বদের এভাবেই তুলোধনা করেছেন রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন মালদা জেলা পরিষদের ইংরেজবাজারের ৩২ নম্বর আসনের প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের সমর্থনেও প্রচার চালান মন্ত্রী। এছাড়াও অন্যান্য প্রার্থীদের সমর্থনের জনসভায় বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিনের তৃণমূলের এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , দলের জেলার চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ, প্রতিভা সিংহ, ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর তথা দলের জেলার সহসভাপতি বাবলা সরকার প্রমূখ। তবে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য শুরুতেই ব্যাপক বৃষ্টি নেমে যায়। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই বেশ কিছুক্ষণ দলে দলে তৃণমূলের কর্মী, সমর্থকেরা ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর জনসভার বক্তব্য শোনেন। যদিও বৃষ্টির জন্য বেশিক্ষণ নিজের বক্তব্য রাখেন নি মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, বৃষ্টির মধ্যেও এত মানুষ মাঠে দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য শুনছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে বিপুলভাবে সমর্থন করেছে মানুষ।

## বনদপ্তর এর কর্মীর গুলিতে প্রাণ হারালেন বন বস্তিবাসীর যুবক, মৃতদেহ নিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন বন বস্তি বাসিন্দারা

**জলপাইগুড়ি** ঃ অভিযোগ বনদপ্তর এর কর্মীর গুলিতে প্রাণ হারালেন বন বস্তিবাসীর যুবক। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের মরাঘাট রেঞ্জের গোসাইর হাট এর ঘটনা। মৃতদেহ নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন বন বস্তি বাসিন্দারা। কোনমতেই মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য নিতে দেওয়া হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত বনদপ্তরের আধিকারিকরা এসে ঠিক কি কারনে গুলি করে মেরে ফেলা হলো যুবককে তার জবাব দেয়। ঘটনাস্থলে ধুপগুড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী সহ আইসি অ্যাডিশনাল এসপি। এদিকে পরিস্থিতি আরো বেগতিক হতেই ধুপগুড়ি থানার তরফে ডেকে নেওয়া হয় বিরাট পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাব বাহিনীকে। তবে রিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাব বাহিনী গ্রামের মুখে ঢুকতেই বিরাট সমস্যায় পড়ে। দীর্ঘদিনের দাবি বনবস্তিবাসীর নোনাই নদীর উপর বড় ব্রিজের।

## পুলিশি অত্যাচার বিজেপি কার্যালয়ে আশ্রয়

**সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)**ঃ আট জুলাই পঞ্চায়েত ভোটের দিন তৃনমূলকে ছাপ্পা মারতে বাধা দেয় বীরভূম জেলার দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের খয়রাশোল ব্লকের ময়নাডাল গ্রামের বাসিন্দারা । প্রশাসন দশ জুলাই ময়নাডাল গ্রামে পুনঃনির্বাচন করায় । তেরো জুলাই রাতে ময়নাডাল গ্রামের মাল পাড়া,বাগদী পাড়া,বাউড়ী পাড়ায় ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ভাঙ্গচুর লোকজনকে মারধর করার অভিযোগ উঠে খয়রাশোল থানার পুলিশের বিরুদ্ধে । অত্যাচার থেকে বাঁচতে চোদ্দো জুলাই সকালে ঘরের গবাদিপশু বিক্রি করে ষাট নং জাতীয় সড়কের পাশে বিজেপির সিউড়ি জেলা কার্যালয়ে এসে উঠেছে ময়নাডাল গ্রামের বিজেপি সমর্থক বেশ কিছু পরিবার । কাঁদতে কাঁদতে তরুলতা মাল বলে, তৃনমূলের লোক মারধর করছে । শ্যামল,বংশী গড়াই ঘরদোর ভাঙ্গচুর করছে । কাকলি মাল বলে, তৃণমূল ভোট চুরি করছিল ছাপ্পা মারছিল বাধা দেওয়ায় ঘর ভাঙ্গচুর করছে পুলিশের সামনে । পুলিশ রাতের অন্ধকারে অত্যাচার করছে । স্বামীরা বিনা দোষে জেল খাটছে ।

## মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে মহদীপুর অঞ্চল জুড়ে অনুষ্ঠিত হল নির্বাচনী মিছিল

**মালদা** ঃ মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের সমর্থনে মহদীপুর অঞ্চল জুড়ে অনুষ্ঠিত হল এক নির্বাচনী মিছিল। বুধবার মহদীপুর অঞ্চলের খিড়কি এলাকা থেকে এই নির্বাচনী মিছিল শুরু হয় গোটা মহদীপুর অঞ্চল পরিক্রমা করে। কয়েক হাজার দলীয় কর্মী সমর্থক অংশ নিয়েছিল মিছিলে। মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী মারুফ শেখ, জগন্নাথ ঘোষ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য প্রার্থীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুমলা আগরওয়াল, মহদীপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ সহ জেলা ও অঞ্চল নেতৃত্ব। মিছিল শেষে মহদীপুর স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় এক পথসভাও। এই বিষয় মহদীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ জানান, নির্বাচন এসেছে বলে বিরোধীদের ঘুম ভেঙেছে। এতদিন এলাকায় তাদের দেখা যায়নি। মানুষকে বোকা বানিয়ে লাভ নেই এবার মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। তার জবাব দিবে ভোট বাক্সে।

## শেষ দিনের প্রচারে একে অপরকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলি

**জলপাইগুড়ি** ঃ বৃহস্পতিবার ভোট প্রচারের শেষ দিন। আর শেষ দিনের প্রচারে একে অপরকে টেক্কা দিতে ব্যস্ত শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলি। এদিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট প্রচারের সময়সীমা বেধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাই শেষ লগ্নের প্রচারে খামতি রাখতে চাইছে না কেউ। গ্রামে গঞ্জে চলছে মিটিং ,মিছিল পথসভা। এদিন প্রচারের শেষ লগ্নে শালবাড়ি সোনাতলা হাট এলাকায় প্রচার করতে দেখা গেল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ৮ নং আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দীনেশ মজুমদারকে। পাশাপাশি তার সঙ্গে ছিলেন, ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ২৫ নং আসনের তৃণমূল প্রার্থী রবীন্দ্র মন্ডল। সোনাতলা হাটের বিভিন্ন দোকানে এবং পথ চলতি মানুষের কাছে করজোড়ে ভোট ভিক্ষা করছেন দু'জন প্রার্থী।এমনকি সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রচারও চালাচ্ছেন।ভোট প্রচারের পাশাপাশি পায়ে হেঁটে মিছিল করেন অসংখ্য তৃণমূল কর্মী সমর্থক। শাসক দলের পাশাপাশি পিছিয়ে নেই বিরোধী দলগুলি। বিজেপি ও সিপিএমের তরফেও বিভিন্ন এলাকায় চালানো হচ্ছে শেষ লগ্নে প্রচার ও মিটিং মিছিল।একদিকে শাসক শিবির উন্নয়নের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। অন্যদিকে বিরোধীরা সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি ও বঞ্চনার কথা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে ব্যস্ত। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে সব দলের প্রার্থীরা।

## জলপাইগুড়িতে বিজেপি সভাপতির গাড়ি লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল গুলি, পাথর। চাঞ্চল্যকর এই অভিযোগ বিজেপি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামীর

**জলপাইগুড়ি**ঃবুধবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই ঘটনা নিয়ে জেলা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার পর কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী। জানা গেছে, সদর ব্লকের বাহাদুর এলাকা থেকে নির্বাচনী প্রচার শেষ করে জলপাইগুড়ি শহরের দিকে ফিরে আসছিলেন বাপি গোস্বামী। ওই সময় আচমকাই রাস্তার পাশে থাকা একটি পেট্রোল পাম্পের সামনে কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। তাঁকে প্রাণে মারার লক্ষ্যে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তবে গুলি গাড়ির সামনের কাঁচে লাগলেও ঘটনাক্রমে বেঁচে গিয়েছেন তিনি। বাপি গোস্বামী অভিযোগ করে বলেন, গোটা জেলা জুড়েই সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তৃণমূল। বিজেপিকে আটকানোর চেষ্টা করছে তারা। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল নেতা নিতাই কর বলেন, এই জেলায় ভোটে এধরণের ঘটনা কোনোদিন কেউ শোনেনি। বিজেপি শেষ সময় হাওয়া গরমের চেষ্টা করছে। পুলিশজানান, কোতোয়ালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলা যাচ্ছে না গুলি নাকি পাথর, যিনি অভিযোগ করেছেন, তিনি গাড়ির ভেতরে থাকলেও কোনও আঘাত লাগেনি বলে জানা গেছে।

# শহরের পার্কিং ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম

**শিলিগুড়ি ঃ** শহরের পার্কিং ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। পার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে যাতে আর কোনো রকম অভিযোগ না ওঠে সেজন্য বরাত প্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে বৈঠক সারলো পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসনিক কার্যালয়ে বরাত প্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসেন শিলিগুড়ি ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার এবং পার্কিংয়ের মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ শা। জানা গিয়েছে, এখন থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের অধীন শহরের সমস্ত এলাকার পার্কিংয়ে স্লিপ দেওয়া হবে পুরনিগমের তরফে। কোন সংস্থা নিজে থেকে আর স্লিপ ব্যবহার করতে পারবে না। পাশাপাশি পার্কিং আদায় থাকা কর্মীদের পুরনিগমের তরফ থেকে দেওয়া হবে পরিচয় পত্র। পাশাপাশি কোথাও যদি অতিরিক্ত পার্কিং ফি আদায় করা হয় তবে তার বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নেবে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

## খড়িবাড়ির চক্করমারি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা গাড়ির, যদিও ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক

**শিলিগুড়ি** ঃ খড়িবাড়ির চক্করমারি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা গাড়ির, যদিও ঘটনার পরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় গাড়ির চালক। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার, শিলিগুড়ি থেকে বিহারের দিকে যাচ্ছিল ছোট চারচাকা গাড়িটি।চক্করমারি এলাকায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি।বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি থানা ও খড়িবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

## পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনে চালু হল বন্দে ভারত কোচ রেস্টুরেন্ট

**মালদা** ঃ বন্দেভারত ট্রেনের আদলে এবারে পুরাতন মালদার কোর্ট স্টেশনে চালু হল বন্দে ভারত কোচ রেস্টুরেন্ট। আমিষ ও নিরামিষ খাবারের সমভার নিয়ে এই রেস্টুরেন্টের শুভ উদ্বোধন হলো মঙ্গলবার দুপুরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন কাটিহার ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম মিস্টার প্রশান্ত কুমার পি, এছাড়াও ছিলেন পুরাতন মালদা কোর্ট স্টেশনের ম্যানেজার প্রদীপ কুমার রায় সহ অন্যান্য রেলওয়ে আধিকারিক ও কর্মীরা। তবে সপ্তাহের প্রতিদিন এই রেস্টুরেন্ট খোলা থাকবে। এই রেস্টুরেঃটের স্পেশাল নিরামিষ থালি ও মটন হান্ডি। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এই মনোরম রেস্টুরেন্টে রেল যাত্রী ও স্থানীয়রা খাবার খেয়ে উপভোগ করতে পারবে।

## ইসলামপুর পুলিশ জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়ায় বিপুল বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার

**উত্তর দিনাজপুর ঃ** ইসলামপুর পুলিশ জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়ায় বিপুল বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার।

শিলিগুড়ি থেকে এসটিএফ এর টিম অভিযান চালিয়ে ৫ টি সেভেন এমএম, ৩ টে ওয়ান শাটার পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। সেইসঙ্গে ১৮০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। ঘটনায় মহঃ আলম নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## অনন্ত মহারাজের সাথে দেখা করতে এলেন তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জি

**কোচবিহার** ঃ জিসিপি এ সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজের সাথে দেখা করতে এলেন তৃণমূল নেতা রাজীব ব্যানার্জি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে এই সাক্ষাৎকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এমনটাই মত ওয়াকিবহুল মহলের।কোচবিহার জেলা তথা উত্তরবঙ্গে রাজবংশী পথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গায় অনন্ত মহারাজের পৃথক রাজ্যের দাবিকে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন না করলেও বিভিন্ন সময়ে অনন্ত মহারাজের বাড়িতে আসতে দেখা যায় তৃণমূল নেতাদের। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দুই দিন আগে রাজীব ব্যানার্জির অনন্ত মহারাজের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ স্বাভাবিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

## মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের সমর্থনে মহদীপুর অঞ্চল জুড়ে অনুষ্ঠিত হল এক নির্বাচনী মিছিল

**মালদা ঃ** মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষের সমর্থনে মহদীপুর অঞ্চল জুড়ে অনুষ্ঠিত হল এক নির্বাচনী মিছিল। বুধবার মহদীপুর অঞ্চলের খিড়কি এলাকা থেকে এই নির্বাচনী মিছিল শুরু হয় গোটা মহদীপুর অঞ্চল পরিক্রমা করে। কয়েক হাজার দলীয় কর্মী সমর্থক অংশ নিয়েছিল মিছিলে। মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ, ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী মারুফ শেখ, জগন্নাথ ঘোষ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির অন্যান্য প্রার্থীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুমলা আগরওয়াল, মহদীপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ সহ জেলা ও অঞ্চল নেতৃত্ব। মিছিল শেষে মহদীপুর স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় এক পথসভাও। এই বিষয় মহদীপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি প্রশান্ত ঘোষ জানান, নির্বাচন এসেছে বলে বিরোধীদের ঘুম ভেঙেছে। এতদিন এলাকায় তাদের দেখা যায়নি। মানুষকে বোকা বানিয়ে লাভ নেই এবার মানুষ তৃণমূলের পাশে আছে। তার জবাব দিবে ভোট বাক্সে।

## ইসলামপুর ব্লক থেকে বহিষ্কৃত তৃণমূল কংগ্রেসের ৪৯ নেতাকর্মী

**উত্তর দিনাজপুর** ঃ এবার ইসলামপুর ব্লকে ৪৯ জন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের বহিস্কার করল তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন। অভিযোগ দলে থেকে দলের বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন এবং যারা নির্দলদের সমর্থন করেছেন তাদেরকে ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জাকির হুসেন তাদেরকে দল থেকে বহিস্কার করা হয়। এদিন জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের উপস্থিত ইসলামপুর শহর তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি জাকির হুসেন। এবং জেলা সভাপতির উপস্থিতিতে ৪৯ জন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের বহিস্কার করা হয়।

## আজকের দিনটি

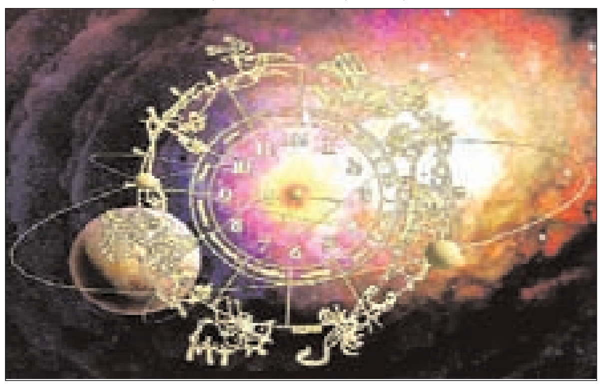

**মেষ ঃ** পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
**বৃষ ঃ** প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
**মিথুন ঃ** ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যয়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
**কর্ক ঃ** মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
**সিংহ ঃ** মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
**কন্যা ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
**বৃশ্চিক ঃ** লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
**তুলা ঃ** সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
**ধনু ঃ** নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
**মকর ঃ** পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
**কুম্ভ ঃ** স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
**মীন ঃ** ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

**তান্ত্রিক অশোক স্বামী**

# জার্মানির নতুন 'চীন নীতি'

**বার্লিন ঃ** ক্ষমতাসীন জোটের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার পর জার্মানি নতুন চীন কৌশল জানিয়েছে। এই নীতিতে বেইজিংকে কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক সংকট সমাধানে পারস্পরিক সহযোগিতা জরুরি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবক বৃহস্পতিবার বার্লিনে মার্কেটর ইনস্টিটিউট ফর চায়না স্টাডিজে বেইজিংয়ের সঙ্গে বার্লিনের সম্পর্কের বিস্তারিত তুলে ধরেন। সমালোচকরা বলছেন,চীন এবং রাশিয়ার মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর নতুন বৈশ্বিক হুমকির বিপরীতে জার্মানি আত্মতুষ্টিতে ভুগছে।

বেয়ারবক বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন ক্রমশ কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশটি অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তবে সেই সঙ্গে দেশটির কর্তৃত্ববাদী প্রভাবও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। বিশেষ করে দেশটির অভ্যন্তরে পশ্চিমের জিনজিয়াং প্রদেশ এবং হংকং - এবং এশিয়ায় আঞ্চলিক পরিসরেও ক্রমবর্ধমানভাবে দেশটি শক্তি প্রতিষ্ঠা করছে।

তিনি বলেন, ''চীন বদলে গেছে এবং সেজন্য চীনের প্রতি আমাদের নীতিতেও পরিবর্তন আনতে হবে। আমরা চীন থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না, আমরা কেবল ঝুঁকি কমাতে চাই।'' রুশ জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর খুব বেশি নির্ভর করে জার্মানি যে ভুল করেছিল, সেটিও উল্লেখ করেন তিনি।

বেয়ারবক বলেন, ''আমরা চীনের বা নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করতে চাই না।'' তবে জার্মানির অর্থনৈতিক সম্পর্ককে বৈচিত্র্যময় করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন, ''যেসব কোম্পানি নিজেদের চীনের বাজারের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল করে তুলছে, তাদের এই ঝুঁকির আর্থিক ভার ক্রমবর্ধমানভাবে বহন করতে হবে।''

বেয়ারবক বলেন, এই নীতি কেবল মানবাধিকার নয়, জার্মানির অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। চীনের জবরদস্তি মোকাবিলা করার প্রয়োজনও বিবেচনা করা হয়েছে বলে জানান জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ ব্যাপারে লিথুয়ানিয়ার তাইওয়ান নীতি বদলানোর জন্য চীনের অর্থনৈতিক চাপের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীন এখনও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করে। অথচ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চীন। এই অবস্থান বদলাতে জার্মানি চীনকে চাপ দেবে বলেও জানান বেয়ারবক।

বেয়ারবকের মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বার্লিনে চীনের দূতাবাস।

চীন জার্মানির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, এমন ধারণার প্রতিবাদ জানিয়ে দূতাবাস বলেছে, দুই দেশ বরং নানা বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অংশীদার ছিল। এক বিবৃতিতে চীন জানিয়েছে, ''আদর্শিক ভ্রান্তি এবং প্রতিযোগিতা বিষয়ক উদ্বেগের ওপর ভিত্তি করে জোরপূর্বক 'ঝুঁকিমুক্ত করার প্রক্রিয়া' শুধুমাত্র প্রতিকূল পরিস্থিতিই তৈরি করবে এবং কৃত্রিমভাবে ঝুঁকিকে তীব্র করে তুলবে।''

চীনের প্রতি এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিন দলের জার্মান জোট সরকারের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে। তিন দল তাদের ২০২১ সালের জোট গঠনের চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল যে ''চীনের সঙ্গে পদ্ধতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের মূল্যবোধ এবং স্বার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হওয়ার জন্য একটি কৌশল প্রয়োজন।''

চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের চেয়ে বেয়ারবকের গ্রিন পার্টি চীনের ওপর বেশি কঠোর মনোভাবের পক্ষে।

এই বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নেয় যখন গ্রিন পার্টির আপত্তি সত্ত্বেও হামবুর্গ বন্দরে কন্টেইনার টার্মিনালের অংশীদারিত্ব চীনা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানির কাছে বিক্রির ব্যাপারে সম্মতি দেন চ্যান্সেলর শলৎস।

# উজরা জেয়া যে বার্তা দিয়ে গেলেন

**ঢাকা ঃ** সফর শেষে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া সাংবাদিকদের কাছে রাজনৈতিক মতবিরোধ নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক মানবাধিকার নীতির অংশ হিসেবে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি নির্বাচন এবং সুশাসনে ব্যাপকসংখ্যক বাংলাদেশির অংশগ্রহণের ওপর বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলেন, ''বাইরে থেকে আমরা যা দেখছি, বিষয়টি এমন নাও হতে পারে। সাংবাদিকদের কাছে তিনি যেটা বলছেন, সেটা তো তারা অনেকদিন ধরেই বলছেন। এই কথা বলার জন্য তাকে সুদুর আমেরিকা থেকে ঢাকায় আসতে হতো না। ওখানে বসে একটা বিবৃতির মাধ্যমে বলে দিলেই পারতেন। উনি যেহেতু বাংলাদেশে এসেছেন নিশ্চয় কিছু বার্তা তিনি দিয়েছেন। সেটা হয়ত আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারছি না। যাদের এই বার্তা দেওয়া প্রয়োজন তাদেরই তিনি সেটা দিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস।'' তবে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেছেন, কিছু বিষয় নিয়েযুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল এবং তা কমেছে। উজরা জেয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর একথা বলেন তিনি। চার দিনের বাংলাদেশ সফর শেষে বৃহস্পতিবার রাতে উজরা জেয়া ঢাকা ছাড়েন। তার আগে গুলশানে সালমান এফ রহমানের বাসভবনে রাত ৯টা থেকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লুও উপস্থিত ছিলেন। অপর দিকে বাংলাদেশের পক্ষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সালমান এফ রহমান বলেন, ''কিছু বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। সে কারণে দেশটি বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর নিষেধাজ্ঞা (স্যাংশন) দিয়েছিল। বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা হয়েছিল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের ঢাকা সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব কমেছে। তারা বাংলাদেশে আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ চেয়েছে।'' মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ছাড়াও আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন। এর আগে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন উজরা জেয়া। বৃহস্পতিবার দুপুরে পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, দীর্ঘদিনের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র তার ভূমিকা রাখতে চায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশাপাশি সরকারের একাধিক মন্ত্রী অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়ে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচনের আগে বড় দুই দলের মধ্যে সংলাপের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''আমরা সবাই সংলাপ চাই। তবে এই প্রক্রিয়ায় আমরা সরাসরি যুক্ত নই।'' উজরা জেয়ার ঢাকা সফরে কী বার্তা পেল বিএনপি? জানতে চাইলে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''তাদের বার্তা তো পরিষ্কার। এই সরকারের উপর তাদের কোনো আস্থা নেই। এটা অবৈধ সরকার। ফলে তারা যেটা বলেছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা। তারা তো সেটাই বলবে। এখন কীভাবে এই নির্বাচন হবে সেটা আমাদের ঠিক করতে হবে। এদেশের জনগণ ঠিক করবে। এই সরকারের অধীনে যে

কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না সেটা তো সবাই পরিষ্কার। ফলে আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় করতে হবে। দেখেন, মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি তো নেপালে যাননি, শ্রীলংকায় যাননি, এমনকি পাকিস্তানেও যাননি। বাংলাদেশে এসেছেন। কেন এসেছেন, সবাই জানে। ফলে তারা কী চাচ্ছে, এটা তো পরিষ্কার।'' তবে উজরা জেয়ার এই সফরকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছে সরকারি দল আওয়ামী লীগ। দলটির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক কমিটির সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ বলেন, ''উজরা জেয়ার বক্তব্য তো পরিষ্কার। তারা তো সরকারের কার্যক্রমে খুশি হয়েছে। এখন তারা যে সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছে, সেটা তো আওয়ামী লীগও বলছে। আমরাও চাই সুষ্ঠু নির্বাচন হোক। বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিক। বিএনপি নির্বাচনে না এলে যে সেটা অংশগ্রহণমূলক হবে না সে কথা তারা বলেনি। কেউ যদি নির্বাচনে না আসে সেটা তো তাদের ব্যাপার। আমরা সুষ্ঠু একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারি। সেই কাজটাই আমরা করছি।'' আগামী সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়ে মনোভাব জানতে চাইলে উজরা জেয়া সাংবাদিকদের বলেছেন, ''আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পাশাপাশি অন্য মন্ত্রীদের কাছ থেকে জোরালো প্রত্যয়ের কথা শুনেছি। পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গেও অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যাপারে আলোচনা করেছি।'' নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসা বিএনপি বুধবার ঢাকার নয়াপল্টনে সমাবেশ করে সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। তাদের পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ ফটকের পাশের সড়কে সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ। কোনো ধরনের সংঘাত, সহিংসতা ছাড়াই গতকালের পাল্টাপাল্টি সমাবেশ শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়া। তিনি বলেন, ''বিশাল জনসভা দেখেছি। স্বস্তির বিষয়টি হচ্ছে, কোনোরকম সহিংসতা ছাড়াই সেটা হয়েছে। আমরা যেমনটা দেখতে চাই, এটা তার সূচনা। ভবিষ্যতেও এটির প্রতিফলন থাকবে বলেই আমাদের প্রত্যাশা।'' তবে বাইরে থেকে যা দেখা যাচ্ছে বিষয়টি এমন নাও হতে পারে বলে মনে করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, ''আমরা যে বাইরে থেকে দেখছি, বিষয়টি আমার মনে হয় না এমন। মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি নিশ্চয় কোনো বার্তা দিয়ে গেছেন। সেটা হয়ত আমরা এখন টের পাচ্ছি না। সামনের সময়ে সেটা হয়ত আমরা বুঝতে পারব। তবে তারা যে একটা ভালো নির্বাচন চায় এটা সত্যি। এবং সেই নির্বাচনে সব দল অংশ নিক সেটাও তাদের প্রত্যাশা।'' বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে আমেরিকান ক্লাবে দেশের নাগরিক সমাজ, শ্রমিক সংগঠন ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন উজরা। বৈঠকে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) নির্বাহী পরিচালক ও টেলিভিশন টক শো তৃতীয় মাত্রার সঞ্চালক জিল্লুর রহমান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার, চাকমা রানী ইয়েন ইয়েন এবং বেসরকারি সংস্থা সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় বিষয়ে জানতে চাইলে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে যেসব বিতর্ক ও সমালোচনা তৈরি হয়েছে, তা যারা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধা দেবে, তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে। যারা একটি ভালো নির্বাচনের পক্ষে বা জন্য কাজ করছে, তাদের তো ভয়ের কিছু নেই।''

# ডিজিটাল আইনে সাংবাদিক হয়রানি বন্ধের দাবি গণমাধ্যমকর্মীদের

**ঢাকাঃ** ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দিয়ে গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। এই আইন সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে হুমকি সৃষ্টি করছে, অন্যায়ের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে শুক্রবার মন্তব্য করেন সাংবাদিক নেতারা।

আরটিভির সাংবাদিক অধরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার প্রতিবাদে কারওয়ান বাজারে সার্ক ফোয়ারা মোড়ে 'আমরা গণমাধ্যমকর্মী' আয়োজিত এক মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তারা।

সম্প্রতি রাজারবাগ দরবার শরিফ ও এর নেতা শাকেরুল কবিরের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রচারের পর চট্টগ্রামের সাইবার ট্রাইব্যুনালে অধরা ইয়াসমিন ও তার সোর্সের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়।

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী বলেন, ''ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে মুলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আইনমন্ত্রী বলেছিলেন, সংশোধন হবে। যেদিন আইন সংসদে উত্থাপিত হয়, সেদিন মোস্তাফা জব্বার (ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী) বলেছিলেন, অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে আইনটি করা হয়েছে। কিন্তু সরকারের এই দুই মন্ত্রী মিথ্যা কথা বলেছেন। এরপর আইনমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন, কোথাও যদি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা হয়, তাহলে তিনি সেই মামলা পরিচালনা করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি মামলাও তাকে পরিচালনা করতে দেখিনি।

''এছাড়া বলেছিলেন, মামলার আগে তদন্ত হবে, তারপর মামলা হবে। কিন্তু অধরার ক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি।''

এই সাংবাদিকনেতা আরও বলেন, ''সরকার বলছে, দেশের গণমাধ্যম সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করছে। দেশের গণমাধ্যম এই অর্থে স্বাধীনতা ভোগ করছে যে আগে চ্যানেল ছিল একটি বা দুইটি, সেখানে এখন ৪০টি চ্যানেল এবং সংবাদপত্র এক হাজার ২০০-এর বেশি। সংখ্যার দিক থেকে স্বাধীনতা ভোগ করছে। কিন্তু গুণ ও মানের দিক থেকে এখনো সংকোচন নীতি চলছে।'' সাংবাদিকদের সব সময় নিপীড়ন নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে উল্লেখ করে সোহেল হায়দার বলেন, ''আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশোধনের কথা বলা হচ্ছে।''

কিন্তু সংশোধনের জন্য অংশীজনদের কাউকে ডাকা হয়েছে কি না, সে প্রশ্ন তুলে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে আইনটি সংশোধনের জন্য আহ্বান জানান তিনি।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সভাপতি মোরসালিন নোমানী জানান, রাজারবাগের পীর ধারাবাহিকভাবে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত অন্তত ১০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেছেন। এই পীরের ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। তিনি সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মধ্যে এই পীরের অপকর্ম তুলে ধরতে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রসঙ্গে ডিআরইউ সভাপতি বলেন, ''আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা সংশোধন করে আরও শক্তিশালী আকারে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে। সরকার বারবার দাবি করছে, এ আইনে সাংবাদিকদের কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সাংবাদিকদের আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনটি দিয়ে মামলা করে পেশাগত দায়িত্ব পালনে হুমকি সৃষ্টি করা হয়েছে, হয়রানি করা হচ্ছে।''

''যারা ক্ষমতায় থাকেন, তারাই গণমাধ্যমের বেলায় ও সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেএক ও অভিন্ন। আর বিরোধী দলে থাকলে স্বাধীনতার কথা বলেন।'' তিনি এ আইন বাতিলের দাবি জানান।

মানববন্ধনে বক্তারা সাংবাদিকদের হয়রানিমূলক সব কালাকানুন বাতিলও অধরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান। এ ছাড়া বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিক ও মতপ্রকাশের জন্য আতঙ্ক। অন্যায়ের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন।

রাজারবাগের পীর ও তার মুরিদদের নানা অপকর্মের সংবাদ সামনে এলেও তাদের কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না এবং প্রশাসন কেন তার ব্যাপারে নীরব, সে প্রশ্ন তোলা হয় মানববন্ধনে। পাশাপাশি শেষ পর্যন্ত অধরা ইয়াসমিনের পাশে থাকার জন্য আরটিভির প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা সাব এডিটরস কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি নাসিমা আক্তার সোমা, ডিআরইউর সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম হাসিব, ল রিপোর্টার্স ফোরামের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাবেদ, রিপোর্টার্স অ্যাগেইনস্ট করাপশন (র‍্যাক), আরটিভি, বাংলাভিশনসহ বিভিন্ন সংগঠন ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিকেরা।

# ভোটে জিতেই বিরোধী প্রার্থীদের শাসক দলে যোগদান

**কলকাতা ঃ** পঞ্চায়েত নির্বাচনে 'বাইরন মডেল'। বিরোধী শিবিরের জয়ী প্রার্থীরা জেলায় জেলায় যোগ দিচ্ছেন শাসক দলে। গণনা কেন্দ্রেই দল বদল করে নজির গড়েছেন এক প্রার্থী।

গ্রাম বাংলার নির্বাচনে বিপুল জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তার পরই দেখা যাচ্ছে দল বদলের হিড়িক। একেই বলা হচ্ছে শাসকদলের 'বাইরন মডেল'। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি থেকে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী বাইরন বিশ্বাস তিন মাসের মধ্যে জামা বদলে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। এই পথেই বিজেপি, বাম ও কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীরা শাসক দলে নাম লেখাচ্ছেন।

বুধবার এই যোগদান পর্বে দেখা গেল মডেলের 'প্রবক্তা' স্বয়ং বাইরনকে। বিধায়কের উপস্থিতিতে সাগরদিঘির তৃণমূল কার্যালয়ে বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের জয়ী প্রার্থী মীরা খাতুন ও মনিগ্রামে কংগ্রেসের জয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী সাবির শেখ ও আনারুল শেখ তৃণমূলে যোগ দেন। বাইরন তাদের হাতে পতাকা তুলে দেন।

বাইরন তিন মাস সময় নিয়েছিলেন দল বদলাতে। এ ব্যাপারে তাকে বা অন্যান্য দলবদলকারী বড় মাপের নেতাদের টেক্কা দিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের গীতা হাঁসদা।

কালনা ১ ব্লকের কাকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৯ নম্বর আসন জেতেন সিপিএমের গীতা। এই পঞ্চায়েতের ১৮টি আসনের বাকিগুলিতে তৃণমূল জিতেছে।

গণনা কেন্দ্রেই দল বদলের কথা জানিয়ে গীতা বলেন, আগে আমি তৃণমূলই করতাম, একটা কারণে সিপিএমের হয়ে লড়েছিলাম। এখন তৃণমূলে যোগ দিচ্ছি।

সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের অভিযোগ, গীতার সন্তানকে অপহরণ করে তাকে দল বদলাতে বাধ্য করেছে তৃণমূল। যদিও গীতা নিজে তা মানতে চাননি, তৃণমূল অভিযোগ খারিজ করেছে। যদিও চাপের মুখে গীতা সত্যি বলতে পারছেন না, এমনটাই দাবি বিরোধীদের। পর্যবেক্ষক শুভময় মৈত্র বলেন, চাপের মুখে সত্যি কথা গোপন করা অসম্ভব নয়। অতীতে ছোট আঙারিয়ার মামলায় প্রধান সাক্ষী বক্তার মণ্ডল একাধিকবার বয়ান বদলেছেন। প্রয়াত বক্তারের বাড়িতে পাঁচ তৃণমূল কর্মী খুন হন ২০০১ সালে।

বাইরন দল বদলের সময় 'উন্নয়নে সামিল' হওয়ার কথা বলেছিলেন। অতীতে বহুবার দলবদলুদের মুখে এ কথা শোনা গিয়েছে। পঞ্চায়েতে যারা দল পাল্টাচ্ছেন, তাদের মুখেও একই রা। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর ব্লকের অযোধ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি প্রার্থী সলমা মুর্মু বিজেপির টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তিনিও জানিয়েছেন যে উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল হতে তিনি শাসক শিবিরে নাম লিখিয়েছেন।

পূর্ব বর্ধমানের শ্রীখণ্ড পঞ্চায়েতে জয়ী সিপিএম প্রার্থী ইউসুফ শেখ, মনোতারা বিবি ও কদরবানু বিবি এবং নির্দল প্রার্থী তনুশ্রী মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

দল বদল রুখতে বিজেপির সিউড়ি কার্যালয়ে জয়ী প্রার্থীদের রাখা হয়েছে। ত্রিশঙ্কু পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনে এদের ভোট গুরুত্বপূর্ণ। প্রার্থীদের ফোনও রয়েছে নেতৃত্বের হেফাজতে।

প্রবীণ সাংবাদিক আশিস ঘোষ বলেন, উন্নয়ন করা যাবে না এটা ভোটে জেতার পরই প্রার্থী কীভাবে বুঝলেন? উন্নয়নের তাগিদ নয়, ব্যক্তিস্বার্থ থাকে এই সিদ্ধান্তের পিছনে।

সবমিলিয়ে একদল থেকে অন্য দলের যাওয়া জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনের আগে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। নিউজ ১৮ বাংলাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিরোধী দলের যারা জিতবেন তারা ভোটের পর শাসক দলে যোগ দেবেন এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে।

বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছেন, শাসক দলে না থাকলে কোনো পঞ্চায়েত সদস্য কেন উন্নয়নের কাজ করতে পারবেন না? যে পঞ্চায়েতগুলি বিরোধীরা দখল করেছে, তাদের কর্মকাণ্ড কি থমকে যাবে? একে বিরোধীশূন্য রাজনীতির কৌশল বলে মনে করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তার মতে, বিরোধী দল থাকুক সেটা সরকার পক্ষ চাইছে না। তারা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের পাল্টা সওয়াল, এই বিজেপি কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছে। তাদের মুখে কি এ কথা মানায়?

এক দলের প্রতীকে জিতেই অন্য দলে যোগদানে জনমতকে উপেক্ষা করা হয়। রাজনৈতিক মতাদর্শও গুরুত্ব পায় না। আশিস ঘোষের বক্তব্য, এটা ভোটারদের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা। সারা দেশেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। দল ভাঙানো হচ্ছে।

## সম্পাদকীয়

# মণিপুরের উপদ্রুত এলাকায় প্রাণঘাতী হামলা আটকাতে পুলিশের গাড়িতেও তল্লাশির নির্দেশ প্রশাসনের

উত্তরপূর্ব ভারতের জনজাতি দাঙ্গায় বিধ্বস্ত মণিপুরের উপদ্রুত এলাকায় এবার পুলিশের গাড়িও রাস্তায় দাঁড় করিয়ে তল্লাশির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গাড়িতে থাকা পুলিশকর্মীদের পরিচয়পত্রও ভাল করে খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে বিভিন্ন চেক পোস্টে ডিউটিরত যৌথবাহিনীর জওয়ানদের। রাজ্য প্রশাসন কেন এমন নির্দেশ জারি করার কারণ হল রাজ্যের বেশ কিছু হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গ্রামবাসীরা জানায় হামলাকারীরা মণিপুর পুলিশের কমান্ডো ফোর্সের কালো রঙের পোশাক পরা ছিল। সেখানে কর্মরত ইন্ডিয়া রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের পোশাকও প্রায় একই রঙের। পুলিশ গ্রামবাসীদের বক্তব্যের সপক্ষে কোনও প্রমাণ খুঁজে পাচ্ছিল না। নজরে রাখা হয়েছিল ছুটিতে থাকা এবং গোলমালের পর কাজে যোগদান না করা

পুলিশ কর্মীদের উপর। দিন দুই হল দুটি ভিডিও পুলিশের হাতে আসে। তাতে দেখা যাচ্ছে হামলাকারীরা পুরোদস্তুর মণিপুর পুলিশের কমান্ডোদের পোশাক বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করছে। ওই পোশাক পরে তারা গ্রামে অবাধে ঢুকে পড়ছে। তারপর সুযোগ মতো গ্রামবাসীদের আক্রমণ করে, তাঁদের হত্যা করে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, বিবদমান কুকি এবং মেইতেই দুই সম্প্রদায়ের এলাকাতেই এই ঘটনা ঘটেছে। মনে করা হচ্ছে প্রশাসন উপদ্রুত এলাকাগুলি নিরাপত্তার জালে মুড়ে ফেলাতেই দুষ্কৃতীরা পুলিশের পোশাক পরে হামলা চালাচ্ছে। সেই কারণে সমস্ত চেক পোস্টকে বলা হয়েছে পুলিশের গাড়ি থামিয়ে সেগুলি ভালো করে তল্লাশি করতে। পুলিশ কর্মীদের পরিচয় যাচাই করে নিতে। প্রয়োজনে কন্ট্রোল রুম থেকে যাচাই করে নিতে গাড়ির নম্বর, পুলিশ কর্মীদের নাম পরিচয়। মণিপুরে হিংসা মোকাবিলায় আরও একটি সমস্যা হয়েছে হাজার হাজার বাঙ্কার নিয়ে। অশান্ত এলাকার প্রায় সব গ্রামেই চারপাশে গ্রামবাসীরা বাঙ্কার তৈরি করেছেন। সেখানেই গা ঢাকা দিয়ে আছে জঙ্গিরা। গ্রামবাসীরাই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। অ্যাকশন করে ফিরে আসার পর গ্রামে যাতে যৌথবাহিনী তল্লাশি চালাতে না পারে সে জন্য মহিলারা মানব প্রাচীর গড়ে তুলছে। নয়া বিপদ হয়েছে পুলিশের কমান্ডো ও ইন্ডিয়া রিজার্ভ পুলিশের জওয়ানদের পোশাক পরে জঙ্গি হামলার ঘটনা। এদিকে, মণিপুরের ৪৫ হাজার পুলিশ কর্মীর প্রায় দেড় হাজার জন গোলমাল শুরুর পর থেকে নিখোঁজ। তাঁদের মধ্যে কুকি ও মেইতেই দুই সম্প্রদায়ের মানুষই আছেন। গোলমাল শুরুর পর পার্বত্য মণিপুরে কর্মরত মেইতেই সম্প্রদায়ভুক্ত পুলিশ কর্মীরা কর্মস্থল ছেড়ে ইম্ফল উপত্যকায় নেমে আসেন। অন্যদিকে, কুকি জনগোষ্ঠীর পুলিশ কর্মীরা ইম্ফল উপত্যকা ছেড়ে চলে যান পার্বত্য এলাকায়। রাজ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের বারে বারে কাজে যোগ দিতে বলা সত্ত্বেও অনেকেই তা উপেক্ষা করছেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব সিং একাধিক জেলা ঘুরে এই ব্যাপারে পুলিশ কর্মীদের সতর্ক করেছেন। তাতেও কাজ না হওয়ায় বেতন বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। কাজে যোগ না দেওয়া পুলিশ কর্মীদের পরিজনের বক্তব্য, প্রাণের ভয়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন এই পুলিশ কর্মীরা।

# মাথা নোয়ালো না নেটো, কী পেলেন জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অনেক প্রত্যাশা নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন লিথুয়ানিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াসে নেটোর শীর্ষ বৈঠকে। কিন্তু অনেকটা বিফল মনোরথ হয়েই ফিরতে হয়েছে তাকে।

তিনি চেয়েছিলেন নেটোর কাছে আশ্বাস যে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হবার পর ইউক্রেন নেটোতে যোগ দিতে পারবে।

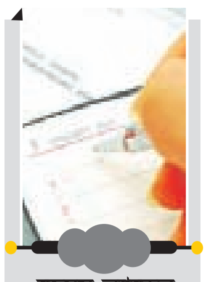

জেমস ল্যান্ডেল
প্রাবন্ধিক

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর সামরিক জোটের সদস্যপদ পাওয়ার নিশ্চিত আশ্বাস ছিল তার দেশের জনগণের জন্য একটা আশার আলো, দেশটিতে শান্তির একটা চূড়ান্ত নিশ্চয়তা এবং রাশিয়ান সৈন্য আরও কখনও ইউক্রেনের মাটিতে পা রাখতে পারবে না এমন একটা ভবিষ্যত আশার বার্তা।

কিন্তু তার বদলে মি. জেলেনস্কিকে সোজাসুজি বলে দেওয়া হয়েছে মিত্র জোট যখন একমত হবে এবং তাদের শর্তগুলো পূরণ করা হবে তখন ইউক্রেনকে এই জোটের সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানানো হবে। অর্থাৎ সোজা কথায় ¯ কোন প্রতিশ্রুতি নেই। বৈঠক শুরুর আগেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট যে কড়া ভাষায় তার উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। শীর্ষ বৈঠকের শুরুতেই তিনি বলেছিলেন নেটোর নেতারা যে এমনকি একটা সময়সূচি দিতেও রাজি নন সেটা নেহায়েতই অযৌক্তিক। তিনি বলেন শর্তগুলোও ধোঁয়াটে।

এছাড়াও জেলেনস্কি চরম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এ কারণে যে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ পরবর্তী আলোচনায় নেটো যে কোনভাবে ইউক্রেনের সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টি দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি নেটোর নেতৃবৃন্দের সাথে মুখোমুখি কথা বলার পর কূটনৈতিক ক্ষোভের ঝড় কিছুটা প্রশমিত হয়েছে। বুধবার তারা একরকম মি. জেলেনস্কিকে আশ্বস্ত করতে পেরেছেন এই বলে যে পরিস্থিতি বদলেছে এবং ইউক্রেন নেটোতে যোগ দেবে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক বলেছেন ইউক্রেন নেটো জোটেই আছে। নেটোর মহাসচিব জেন্স স্টলটেনবার্গ বলেছেন বুধবার তারা সমকক্ষ হিসাবেই বৈঠক করেছেন, কিন্তু জোটের মিত্র সদস্য হিসাবে তারা বৈঠক করবেন ভবিষ্যতে।

এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মি. জেলেনস্কিকে বলেছেন সদস্যপদ ভবিষ্যতে আসবে। ইউক্রেনের সদস্য হবার সম্ভাবনা নিয়ে নেটো আনুষ্ঠানিকভাবে কতটা নিশ্চয়তা দেবে তা সীমিত রাখার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন মি. বাইডেন। তিনি মি. জেলেনস্কিকে বলেছেন ইউক্রেন সঠিক পথেই এগোচ্ছে।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেন ওয়ালেস বলেন যে এই শীর্ষ বৈঠকে এটা দেখা গেছে ইউক্রেনকে নেটো পরিবারভুক্ত করার জন্য একটা গ্রহণযোগ্যতার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, অন্তত কোন দেশ এখন এই শব্দটা উচ্চারণ করছে না যে, ইউক্রেন যদি নেটোতে যোগ দেয়...! এখন বলা হচ্ছে ইউক্রেন যখন নেটোতে যোগ দেবে!

এসবই নেটোর শীর্ষ বৈঠক থেকে মি. জেলেনস্কির প্রত্যাশার ঝুলিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিবাচক উষ্ণ কিছু কথাবার্তা।

এরপরেও তার জন্য ইতিবাচক কিছু ঘটেছে নেটোর বৈঠকে ঃ তিনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে নেটোয় সদস্যপদের জন্য আবেদনের প্রক্রিয়া সহজ করা হবে, নতুন নেটো-ইউক্রেন কাউন্সিল গঠন করা হবে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে কিয়েভ চাইলে জোটের বৈঠক ডাকতে পারবে, এবং, সম্ভবত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর কিছু দেশের কাছ থেকে নতুন ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

জি ৭-এর নেতারা বলেছেন ইউক্রেন নেটোতে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত রুশ আগ্রাসন প্রতিহত করতে ইউক্রেনকে তারা নতুন এক থোক দ্বিপাক্ষিক সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা দিতে রাজি আছেন।

এর মধ্যে থাকবে আরও বিমান প্রতিরক্ষা সহায়তা, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং এমনকি যুদ্ধবিমান, সেইসঙ্গে আরও প্রশিক্ষণ, গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ এবং সাইবার প্রযুক্তি খাতে সাহায্য।

মি. জেলেনস্কি একে আখ্যা দিয়েছেন নিরাপত্তা খাতে উল্লেখযোগ্য বিজয় বলে।

তবে, একটা নেতিবাচক বা অসঙ্গতিপূর্ণ মন্তব্য এসেছে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী বেন ওয়ালেসের কাছ থেকে। সাংবাদিকদের ব্রিফ করার সময় তিনি ইউক্রেনের উদ্দেশ্যে একটি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন ইউক্রেনকে যে সমর্থন ও সহযোগিতা ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছে তার জন্য দেশটির আরও কৃতজ্ঞতা দেখানো উচিত।

তিনি বলতে চেয়েছেন এটা কূটনৈতিক শিষ্টাচারের বাইরে কোনরকম উস্কানিমূলক মন্তব্য নয়, বরং সমর্থক একটা মিত্র দেশের কাছ থেকে বন্ধুসুলভ পরামর্শ। তিনি মূলত বলতে চেয়েছেন ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা দেবার ব্যাপারে দেশগুলোর ওপর ¯ বিশেষ করে আমেরিকার ওপর যে কতটা রাজনৈতিক চাপ আছে সেটা ইউক্রেনের বোঝা উচিত।

তিনি বলেন, অস্ত্রশস্ত্রের একটা ফর্দ নিয়ে ওয়াশিংটনে হাজির হওয়া ¯ যেন আমেরিকা অ্যামাজনের মত একটা দোকান চাইলেই সেগুলো কিনে দেয়া যাবে ¯ সেটা অবশ্যই সেদেশে কিছুটা অস্বস্তি তৈরি করেছে।

তবে নেটোর শীর্ষ বৈঠক, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল জোটের মধ্যে ঐক্য আছে তা দেখানো, সেখানে এধরনের মন্তব্য নিঃসন্দেহে অকূটনৈতিক। ঋষি সুনাক প্রকাশ্যে এই মন্তব্যের সাথে সহমত হননি, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন ইউক্রেন সবসময়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

মি. জেলেনস্কির সংবাদ সম্মেলনে যখন মি. ওয়ালেসের এই মন্তব্য নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয়, তখন তাকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি পাশে বসা তার প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে বলেন ¯ মি. ওয়ালেসকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে তিনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন।

এই ঘটনা নিয়ে মুখরোচক কিছু সংবাদ শিরোনাম হয়ত নেটো এবং ব্রিটিশ সরকারের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

প্রায় আড়াই বছর ধরে ইউক্রেনের দাবিদাওয়া পশ্চিমের দেশগুলো শুনেছে এবং মূলত দেশগুলো তাতে সাড়াও দিয়েছে। কিন্তু কিয়েভ সবসময়েই পশ্চিমের সাড়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে এসেছে। ইউক্রেন সবসময়েই আরও সাহায্য চেয়েছে এবং পশ্চিমা দেশগুলো অবশেষে ইউক্রেন যা চেয়েছে তা দিয়েছে। কাঁধ থেকে ছোঁড়া যায় এমন ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে সাঁজোয়া যান, লড়াইয়ের উপযোগী শক্তিশালী ট্যাংক এবং এখন এমনকি ক্লাস্টার বোমা।

কিন্তু ভিলনিয়াসের শীর্ষ বৈঠকে সদস্যদের কাছ থেকে এসেছে ইউক্রেনের সদস্যপদ নিয়ে সোজাসাপ্টা ও স্পষ্ট উত্তর ¯ না মানে না। আমেরিকার নেতৃত্বে নেটো ইউক্রেনের দাবির কাছে মাথা নোয়াতে রাজি হয়নি। জোটের সদস্য হিসাবে যোগদানের প্রক্রিয়ায় ইউক্রেনের জন্য বিশেষ ছাড় দিয়ে দ্রুত তাকে সদস্য করার ব্যাপারে নেটো কৌশলগতভাবে সতর্ক থাকার পথই বেছে নিয়েছে।

ফলে নেটোর এই সম্মেলন ছিল প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির জন্য পশ্চিমের কূটনৈতিক মনোভাব যাচাইয়ের একটা সুযোগ মাত্র। কারণ পশ্চিমা দেশগুলোকেও এখন তাদের নিজের দেশে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে এবং সেসব বিবেচনায় নিয়েই যে বিশ্ব রাজনীতির ময়দানে তাদের কাজ করতে হবে সেটা অনস্বীকার্য। মূল কথা হল ¯ আপনি যেটা চাইছেন সেটা সবসময় যে পাওয়া যাবে না এটা মেনে নেওয়া।

## সাময়িকী

# পুতিনই ন্যাটোকে নতুন জীবন দিয়েছেন

২০১৯ সালে লন্ডন সম্মেলনের আগে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ন্যাটোর ব্রেন ড্রেড বা মস্তিষ্কের মৃত্যু ঘোষণা করেছিলেন। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বিশ্ব সেই দিন পেরিয়ে এসেছে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন ন্যাটোর এমন পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে, যেটা জোটের ৭৪ বছরের ইতিহাসে দেখা যায়নি। এ সপ্তাহে লিথুয়ানিয়ায় ন্যাটো সম্মেলনে সেই উদ্দীপনাটাই দেখা গেল।

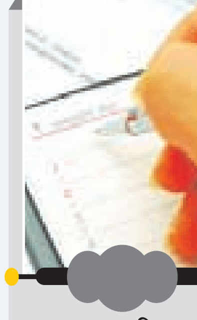

মারওয়ান বিশারা
কলামিস্ট

মাখোঁর যুক্তি ছিল, ইউরোপের নিরাপত্তা বিবেচনায় যখন সদস্যদেশগুলোর যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি অথবা একই ধরনের উদ্দেশ্য নেই, তখন দায় ভাগ করে নেওয়ার জন্য তাদের বিবাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি দাবি করেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ হলো সাধারণ শত্রু, যেটা চীন কিংবা রাশিয়া নয়, আমাদের 'সবগুলো দেশকে আঘাত করেছে'। তিনি এ বিষয়েও জোর দিয়েছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র আগের চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য হয়ে পড়েছে। এ কারণে ইউরোপকে তাদের নিরাপত্তার প্রশ্নে আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। সদস্যদেশগুলোর মধ্যে দায় ভাগ করে নেওয়ার প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যে উত্তেজনা বাড়ে। ইউরোপীয় সদস্যরা সামরিক খাতে ব্যয় কমিয়েছে এবং সম্মিলিত নিরাপত্তার বিষয়টি খাটো করে দেখছে, এ রকম ভুল অভিযোগ তোলেন ট্রাম্প। জোট থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেওয়ারও হুমকি দেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে ট্রাম্পের চার বছরে ন্যাটোর অস্তিত্ব ছিল নিবু নিবু অবস্থায়। সোভিয়েতকে দূরে রাখা, জার্মানদের সরিয়ে আমেরিকানদের জায়গা তৈরি করতে ওয়াশিংটন থেকে ন্যাটো গঠিত হয়েছিল। শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি হওয়ায় জোটটি এর মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, ওয়ারশ চুক্তি বাতিল এবং দুই জার্মানির একত্রীকরণ, এ সবকিছুই একটা যুগের পরিসমাপ্তি ও নতুন যুগের জন্মের প্রতীক। আরও ঐক্যবদ্ধ, নিরাপদ ও আত্মবিশ্বাসী ইউরোপের জন্মের প্রতীক। এরপর বলকান যুদ্ধ শুরু হলে তাতে ন্যাটোর হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এরপর আসে যুক্তরাষ্ট্রে ৯১১ হামলার ঘটনা। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তাদের ৫ নম্বর অনুচ্ছেদটি সচল করে জোটটি। নিজেদের এলাকার বাইরে বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করে ন্যাটো। নতুন ধরনের হুমকি ও শত্রুর বিরুদ্ধে জোটটি তার সামরিক সক্ষমতা আরও সমৃদ্ধ করে। কিন্তু ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাকে আগ্রাসনের সময় বিভক্তি দেখা যায়, যেটি জোটটির রাজনৈতিক ও সামরিক সংহতিকে খাটো করেছে। ২০০৪ সালে দায় ভাগাভাগি করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যাটোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাতে ইরাকে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতার ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে। ফলে ২০১১ সালে ইরাক থেকে ন্যাটো নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। ইরাক ও সিরিয়ায় 'ইসলামিক স্টেটের' উত্থান যুক্তরাষ্ট্রন্যাটোর আরেকটি বড় ব্যর্থতা। সরাসরি না হলেও ন্যাটো লড়াই চালিয়ে যেতে ও রাশিয়াকে দুর্বল করতে এবং ভবিষ্যতে পুতিনকে এ ধরনের আগ্রাসন থেকে বিরত রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইউক্রেনকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের সহযোগিতা এবং সর্বাধুনিক ও ক্লাস্টার বোমার মতো বিপজ্জনক অস্ত্র দিয়ে ন্যাটো প্রমাণ করেছে যে ইউক্রেনে শেষ সেনাটা জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে যাবে। ইরাক দখল যদি আমেরিকানদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টিকারী মহা ভুল হয়, তাহলে আফগানিস্তান দখল ছিল ন্যাটোর জন্য ভয়ানক এক অবমাননা। ২০ বছরের এই খরুচে যুদ্ধ শেষ হয় ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে ন্যাটোর লজ্জাজনক ও তালগোল পাকানো প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়বারের মতো তালেবান শাসন ফিরে আসে। এটাই সবকিছু নয়। ২০১১ সালে লিবিয়ায় ন্যাটোর সামরিক আগ্রাসন তালগোল পাকানো বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। আট মাস ধরে লিবিয়ার বাহিনীর ওপর প্রায় সাত হাজারবার বোমা হামলার পর মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে লিবিয়ায় রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, যে যুদ্ধ দেশটিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। বারাক ওবামা পরবর্তীকালে এই আগ্রাসনকে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর দায়িত্বকালে সবচেয়ে খারাপ ভুল। পূর্বমুখী সম্প্রসারণ সত্ত্বেও সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে ন্যাটো ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছে অথবা একুশ শতকে তাদের একেবারে মূল কৌশলনীতি কী হবে, সেটা নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে। ২০২১ সালে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বমঞ্চে 'আমেরিকার প্রত্যাবর্তন' ঘোষণা দেন। পূর্বসূরিরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বাকি বিশ্বের নির্ভরশীলতা ও আস্থার ক্ষেত্রে যে ক্ষতিটা করেছিলেন, সেটা পুষিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেন তিনি। ইউরোপে ন্যাটো জোট নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, সেটা মীমাংসা করে জোটটিকে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্ধার করার উদ্যোগ নেন বাইডেন। ২০২২ সালে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাত্মক আগ্রাসন শুরুর পর নাটকীয়ভাবে সব সংশয় উবে যায়। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন দীর্ঘদিন ধরে তাঁর প্রভাবাধীন এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রন্যাটোর হস্তক্ষেপ করছে বলে সতর্ক করে আসছিলেন। তিনি সতর্ক করেছিলেন, জর্জিয়া ও ইউক্রেন সীমান্ত পর্যন্ত ন্যাটো নিজেদের সম্প্রসারণ করতে চাইছে। কিন্তু তার এই বক্তব্যের পাত্তা দেয়নি ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউসে বাইডেন প্রশাসন তখন আন্তআটলান্টিক সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনের মনোযোগী ছিল। ন্যাটোর পুনরেকত্রীকরণ প্রচেষ্টার এক বছরের মাথায় ইউক্রেনে পুতিন আগ্রাসন শুরু করে। পুতিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ইউরোপীয় নেতারা প্রতারিত বোধ করলেন। তাঁরা হিসাব কষে দেখলেন, পূর্ব দিকের সীমান্তে যে নতুন বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটকে শক্তিশালী করা ছাড়া তাঁদের সামনে বিকল্প নেই।

# রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আহ্বান হিউম্যান রাইটস ওয়াচের

**মুক্তাদির রশীদ**

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সরকারকে কক্সবাজারে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনটি বলছে, বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপরাধীদের হাত থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে যার ফলে তাদের পুলিশি, আইনি এবং চিকিৎসা সেবার বিষয় ব্যহত হচ্ছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ২৬টি হত্যা, অপহরণ, নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, জোর করে বিয়ের ঘটনায় ৪৫ জনের সাক্ষাৎকার নিয়ে প্রতিবেদন আজ প্রকাশ করেছে। সংগঠনটির এশিয়ার উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলী বলেছেন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রক্ষা করার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে অতীত অঙ্গীকার তা এখন দুর্ধর্ষ দল ও উদাসীন বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে হুমকির সম্মুখীন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ সরকারের শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, তার সরকার রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা বিধান চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আর্ম পুলিশ ব্যাটেলিয়নের তিনটি ইউনিটকে সেখানে নিযুক্ত করা হয়েছে কেবলমাত্র রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। এবং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অর্থাৎ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ও অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের সে নিযোগে করা হয়েছে তার তদারকিতে। ন্যায় বিচার নিশ্চিতের জন্য আমাদের চেয়ে জুডিশিয়াল প্রসেস রয়েছে তা নিশ্চিতে কোন বাধা দিচ্ছে না, বলেও তিনি জানান।

মিজানুর রহমান বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো রোহিঙ্গাদের আইনী সহায়তা প্রদান করছে। প্রায় ১৫০ হত্যাকান্ডের যে ঘটনা ঘটেছে গত ছয় বছরে, তার সবগুলোতে মামলা হয়েছে। অর্ধেকের চেয়ে বেশি ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করে চার্জশিট দাখিল করেছে। কয়েকটি মামলায় সাজা হয়েছে। ন্যায় বিচার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে সরকারের কোন দ্বিমত নেই।

## জানা অজানা

### মাতাজী আশ্রম আজ আধ্যাত্মিক জাগরণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ঃ বাদল মামা

**পোটকা ঃ** বিগত ১৩ ই জুলাই মাতাজী আশ্রম দ্বারা সঞ্চালিত আঠ দিবসিয় কথামৃত উৎসবের সপ্তম দিন মাতাজী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো।বিকেল চার টা থেকে শুরু হলো অনুষ্ঠান।পণ্ডিত সুধাংশু শেখর মিশ্র ও মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মিলে ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর বিশেষ পূজা করলেন।তারপর ভক্তি সংগীত পরিবেশিত হলো যেখানে ভবতারন মণ্ডল, সুনীল কুমার দে,বাদল মামা,পতিত পাবন দাস, প্রবীর দাস,তড়িৎ মণ্ডল, ভাস্কর দে,সহদেব মণ্ডল, সুজাতা মরল, শিবতোষ নাগ,শান্টু নাগ,রিতা দত্ত,শঙ্কর চন্দ্র গোপ, অতসী গোপ,রুপালি গোপ,যমুনা মণ্ডল,দেশাই সোরেন,কমল মিশ্র,রেবা দিদিমনিও মাতাজী আশ্রমের মহিলারা ভাগ নিলেন।রেবা গোস্বামী সারদা মায়ের জীবনী ও অসিত মণ্ডল স্বামীজীর জীবনী পাঠ করলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ঠাকুরের সন্ধ্যারতি হলো।শঙ্কর চন্দ্র গোপ উপস্থিত ভক্তদের স্বাগত জানালেন।সুনীল কুমার দে বললেন, ভগবান কে ডাকার সময় ও বয়স নেই।বাল্যকাল থেকে ভগবান কে ডাকার অভ্যেস না করলে বুড়ো বয়সে কিছু হবে না।কমল কান্তি ঘোষ মহাশয় রামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করলেন তিনি বললেন, রামকৃষ্ণ কথামৃত কে নিয়ে আঠ দিন ব্যাপী ভারতবর্ষের কোথাও হয় নি।এই বিষয়ে মাতাজী আশ্রম উদাহরণ।আজ সত্যিকারের মাতাজী আশ্রম আধ্যাত্মিক জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে।তিনি কথামৃত ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ কে নিয়ে প্রশ্ন উত্তর অনুষ্ঠান করলেন।যারা সঠিক উত্তর দিয়েছেন তাদের কে মাতাজী আশ্রমের তরফ থেকে বাংলা শেখার জন্য বর্ণ পরিচয় দেওয়া হলো।হরিগৌরি মাহাতো ধর্ম কথা শুনালেন।ভুঁইয়াদির কালিন্দী নব নাট্য সমিতি সবশেষ হরিনাম করে হরি লুট দিলেন।ধন্যবাদ দিলেন কৃষ্ণ পদ মণ্ডল। সঞ্চালন করলেন রাজকুমার সাহু।অনুষ্ঠানের শেষে সবাই কে বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হলো।এই অবসরে পূর্ব বিধায়ক মেনকা সরদার,রঘুনন্দন ব্যানার্জি,হীরালাল দে,দুলাল মুখার্জি,মনি পাল,সুব্রত দে,রাকেশ মিশ্রা, বীরেন্দ্র সিং, তাপস মণ্ডল,তরুণ মণ্ডল,তরুণ দে, তপন দে,নারায়ণ চ্যাটার্জি,বিশ্বামিত্র খান্দায়েত, রবীন্দ্র নাথ দাস,বীরেন মণ্ডল,মোহিতোষ মণ্ডল,তপন মণ্ডল,সুদীপ মণ্ডল,রামকৃষ্ণ সরদার,সঞ্জীব সাহু,সাধনা ব্যানার্জি,নিতু দে,কুন্তী মণ্ডল,সাবিত্রী গোপ,বলরাম গোপ,মোহিতোষ গোপ,হেম চন্দ্র পাত্র,অমল বিশ্বাস,ইরা পালিত,শিলা পালিত,পুষ্পা সরকার,ছবি রানী সরকার,ব্রহ্ম পদ মরল,লোচনা মণ্ডল,নয়ন মণ্ডল,কবিতা মাহাতো,সনাতন মাহাতো, হিরণ মাহাতো,শরত মাহাতো,সঞ্জয় সাহু,ভানু রানা,অঞ্জলি মণ্ডল,ছবি রানী মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,রিতা মণ্ডল,মঞ্জুশ্রী সরকার,কাজল সরকার,বিমল মণ্ডল,সন্তোষ মণ্ডল,শুভদ্রা গোপ,চিনু মা,বেবী মণ্ডল,ঝর্ণা সাহু,নিয়তি সাহু ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের বহু ভক্ত ও মহিলারা উপাস্থিত ছিলেন।

## পাঠকের চিঠি

### দেশের শ্রমিকদের জন্য ভাবতে হবে

চুয়াল্লিশটি শ্রম আইন চারটি শ্রম আইনে পরিণত হয়েছে যথা ¯ শিল্প সম্পর্ক, মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা ও শিল্প নিরাপত্তা। নতুন আইন কার্যকর হলে শ্রমিকদের আট ঘন্টার বেশি কাজ করতে হবে। যেকোনো সময় শ্রমিক বাদ দিতে পারবে সংস্থাগুলো। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা পাবেন না। সম কাজে সম বেতন দাবি করতে পারবেন না শ্রমিকেরা। এক্ষেত্রে বলতে হয় ঃ শ্রমিকদের জন্য ঘন্টা ভিত্তিক বেতন কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। কিছু সংস্থা আট ঘন্টা ডিউটি, মাসে ছাব্বিশটা ডিউটি করিয়ে থাকে। সপ্তাহে একটি দিন ছুটি দেওয়া হয়। আট ঘন্টায় এক সিফট মাসে ছাব্বিশটা ডিউটির পর মাসিক বেতন পান কিছু সংস্থার শ্রমিকরা। বেতন থেকে ই.এস.আই এবং পি.এফ কেটে নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ই.এস.আইয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে কঠিন দুর্ভোগ পোহাতে হয় সংস্থার শ্রমিকদের। পিএফের টাকা কোম্পানি ছাড়ার পর তুলতে গেলেও নানান রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় শ্রমিকদের। কাগজ ঠিক নেই, রেজিগনেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে আরও কত কী ! যদি কোম্পানি যখন খুশি কাজ থেকে বের করে দিতে পারে তাহলে রেজিগনেশন সার্টিফিকেট কেন দিতে হবে ? সহজে পি.এফের টাকাটাও শ্রমিকরা তুলে নিতে পারেন না। তাই কোম্পানি যদি যখন খুশি শ্রমিক বাতিল করতে পারে সেক্ষেত্রেও যেনো শ্রমিকেরা পিএফের টাকা যখন খুশি তুলে নিতে পারেন এমন সুবিধাও তাঁদের দিতে হবে। আট ঘন্টা ডিউটির পর শ্রমিকেরা যত ঘন্টা ডিউটি করবেন, ঘন্টা ভিত্তিক ওভার টাইম হিসাবে অতিরিক্ত টাকা বেতনে সঙ্গে যোগ করতে হবে। এই সব সুবিধা শ্রমিকদের জন্য চালু করতে পারলে তবেই হবে শ্রমিককুলের উন্নতি। আর এখন তো ই শ্রম পোর্টালে দেশের অসংগঠিত শ্রমিকদের নথিভুক্ত করা হচ্ছে। ওই সমস্ত শ্রমিকদের বয়স, যোগ্যতা, কাজের ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থাতে তাঁদের নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিকদের জন্য বেশি করে ভাবা দরকার।

**মুন্সি দরুদ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

# বদরুদ্দিন আজমলের কটাক্ষ অসমীয়াদের অপমান হিসেবে নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

### গুয়াহাটি মহানগরের ৮০ শতাংশ বাস চালক, ৭০ শতাংশ ওলা ওবেরের চালক মিয়া

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** অসমীয়া সম্পর্কে বদরুদ্দিন আজমলের কটাক্ষ অসমীয়াদের অপমান হিসেবে নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আজমল এর বক্তব্যের প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। তবে এই প্রতিশোধ কর্মসংস্কৃতির মাধ্যমে নিতে হবে। ফলে অসমীয়দের যেকোনো কাজ করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈদের সময় মহানগরে কোনো ধরনের বাস কিংবা টেক্সি পাওয়া যায় না। এর কারণ গুয়াহাটি মহানগরের ৮০ শতাংশ বাস চালক, ৭০ শতাংশ ওলা ওবেরের চালক মিয়া বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এবার অসমীয়া এবং মিয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের মধ্যে এক অভিনব বাক বিতান্ডার সৃষ্টি হয়েছে। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন রাজ্যে এখনো বহু কৃষি জমি রয়েছে যেখানে আজও চাষ করা হয়নি। এই সময়েই অসমীয়াদের চাষ করা উচিত। কিন্তু যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা যায় কেন চাষ করেনি তারা বলবে কাজ করানোর লোক পাননি। অর্থাৎ তাদের চাষ করার জন্য মিয়া ব্যক্তির প্রযোজন। মিয়া মিয়ার কাজ করুক কিন্তু অসমিয়ারদের অসমীয়া কাজ করা উচিত। মিয়ার উপরে নির্ভরশীল না হয়ে নিজের কাজ নিজে করার জন্য অসমীয়দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। এর জবাবে সাংসদ বদরুদ্দিন আজমল বলেছেন অসমীয়া অর্থাৎ অস অথবা অসম এবং মিয়া। দুটি দুটোর পরিপূরক। অসমীয়া মিয়া ভাই ভাই। মিয়া না থাকলে অসমীয়া অসম্পূর্ণ বলে তাচ্ছিল্য করেছেন তিনি। কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারবে না। এটা তাদের বুঝতে হবে। তাছাড়া অসমে বসবাস করা প্রতিজন ব্যক্তি ভূমিপুত্র বলে ঘোষণা করেছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো।

তবে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন এআইইউডিএফ সভাপতি একটি কথা ঠিকই বলেছেন যে মিয়া অবিহনে অসম হয় না। এই কথাটি তিনি স্বয়ং অনুভব করেন বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন ঈদের দিনে মহানগরের সব বাস বন্ধ হয়ে যায়। তবে বদরুদ্দিন আজমল একথায় যে অসমীয়াদের ইটিকিং অর্থাৎ তাচ্ছিল্য করেছেন এটা বাস্তবে ইটিকিং

এর কথাই। অসমীয়া ব্যক্তিরা কাজ কম করেন, মিয়া বেশি কাজ করেন এক্ষেত্রে কোন ধরনের দ্বিমত নেই। ঈদের সময় গুয়াহাটি মহানগরে কোন ধরনের ট্রাফিক জ্যাম ছিল না। কারণ মহানগরে বাস চালানো থেকে শুরু করে ট্র্যাকার চালানো, ছোট গাড়ি চালানো, রিকশা চালানো, শাক সবজির ব্যবসা করা সবকিছু মিয়া করে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বদরুদ্দিন আজমল অসমীয়দের নিয়ে যেটা বক্তব্য করেছেন সেটাকে জাতির প্রতি অপমান বলে গণ্য করা উচিত। অসময়দের এক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়া উচিত। তবেই প্রতিশোধ কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন আজ আজমলের মতো নেতা যে অসমীয়দের ইটিকিং করতে পেরেছেন সেই কথায় প্রত্যেক অসমীয়ার শরীরে ফোসকা পড়া উচিত। অসমীয়া যুবকরা মিয়া করা কাজগুলো গ্রহণ করে নিতে হবে। ঝগড়া করে নয় কর্মসংস্কৃতির মাধ্যমে মিয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপে তিনি বলেন গত ২৯ তারিখ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বৈঠক তাকে বাতিল করতে হয়েছে। কারণ প্রত্যেকে পরামর্শ দিয়েছেন সেদিন বাস পাওয়া যাবে না। কেন বাস পাওয়া যাবে না এর কারণ গুয়াহাটি মহানগরের ৮০ শতাংশ বাস চালক, ৭০ শতাংশ ওলা ওবেরের চালক মিয়া বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে তারা যথেষ্ট উপার্জন করছেন। যেহেতু বর্তমান ড্রাইভিং লাইসেন্স বানানোর ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মকানুন সহজ করা হয়েছে ফলে উজান অসম কিংবা মধ্যে অসমের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০০ যুবক যদি এই বাস চালকের কাজ হাতে নিয়ে নেন তাহলে মহানগরকে সাফ করে দেওয়া যাবে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন বদরুদ্দিন আজমল অসমীয়া জাতির ক্ষেত্রে যেটা ইটিকিং করেছেন সেটাকে ইটিকিং হিসাবে নেওয়া উচিত। লাচিত বরফুকনের নাম নিয়ে বেঁচে থাকা, চিলারায়ের নাম নিয়ে বেঁচে থাকা অসমীয়া জাতি এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে। তিনি বলেন মহানগরের ফ্লাইওভারের নিচে যত শাক সবজির ব্যবসায়ী রয়েছে প্রত্যেকেই মিয়া। এরাই শাক সবজির দাম বৃদ্ধি করছেন। গ্রামে শাকসবজি সঠিক মূল্যে পাওয়া গেলেও মহানগরে এর ঊর্ধ্বগামী দামের মূল কারণ এই মিয়া ব্যবসায়ীরা। শাকসবজির মূল্যবৃদ্ধির পিছনে এই মিয়া ব্যবসায়ীরা দায়ী। আর যদি অসমীয়ারা এই কাজ করেন তাহলে শাকসবজির দাম কমে যাবে। এর কারণ অসমীয়ারা অসমীয়া দের থেকে শাকসবজি বাবদ বেশি টাকা নেবেন না। প্রযোজনে গুয়াহাটি মহানগরের যাবতীয় ফুটপাত তিনি খালি করে দেবেন। শুধুমাত্র অসমীয়া দের এগিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন ফলে এটাকে এক অপমান হিসেবে অসমীয়দের নেওয়া উচিত। কারণ আজমলের মতো নেতা এই ধরনের কথা বলতে পারছেন। এর থেকে দুঃখের বিষয় কিছু হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী জানান ১০০ টি মেডিকেল আসনের বিপরীতে মিয়ারা ৪৫ টি আসন দখল করতে সক্ষম হচ্ছেন। এটা এক সুখবর বিষয় যে তারা এই আসন পেয়েছেন। কারণ সরকার এই বিষয়টি বলেছে যে মাদ্রাসা বন্ধ করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। কিন্তু অসমীয়ারা লেখাপড়া না করা বিষয়টি খারাপ হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বর্তমান অসমের আংদোলন বিবর্জিত পরিবেশে বড় বড় কথা বলা ব্যক্তিদের তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন যাতে তারা গ্রামে গ্রামে সুপার টেন, সুপার থার্টি শুরু করেন। এক্ষেত্রে বদরুদ্দিন আজমল এর জয়গান করে কি হবে। আজমলের শিক্ষানুষ্ঠানের ছাত্ররা নিট এ সুযোগ পেয়েছে সেটা বলে কি লাভ। বরং এইসব কথা শুনে অসমীয়দের সুপার টেন, সুপার থার্টি শুরু করা উচিত। কারণ বদরুদ্দিন আজমল এর শিক্ষানুষ্ঠানের অধ্যাপকরা স্বর্গ থেকে আসেননি। তারা অধিকাংশ অসমীয়া। রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়কদের উদ্যোগে সুপার টেন, সুপার থার্টি শুরু করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্যে কোথায় ডিলিমিটেশন হয়েছে এইসব বিষয় নিয়ে অযথা বাজে সময় নষ্ট না করে, টিভিতে ইংটারভিউ না দিয়ে এর পরিবর্তে পাঁচ বছর যদি কাজে লেগে থাকা যায় তাহলে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১০ জন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, ১০ জন নার্স, ১০ জন ডাক্তার, ১০ জন ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা যেতে পারে। তাহলে রাজ্যের পরিবেশ দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বদলে যাবে বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে রাজ্যের ৬ লাখ নতুন গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে বলে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

### মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা নামে আগামী বছর এক লক্ষ গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত

**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ** অসমের গৃহহারা তিন লক্ষ হিতাধিকারীর গৃহপ্রবেশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের অধীনে তিন লক্ষ হিতাধিকারীর গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানান ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে রাজ্যের ৬ লাখ নতুন গৃহ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাছাড়া নতুন প্রকল্প হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা নামে আগামী বছর এক লক্ষ গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীনের অধীনে রাজ্যের ১৯ লক্ষের অধিক ব্যক্তি উপকৃত হতে চলেছেন। এই প্রকল্পের শুরু থেকে অসমের জন্য ১৯১০৮২৩ টি ঘর বরাদ্দ করা হয়েছিল। এরমধ্যে ১২৪১৫৫৯ টি গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২১ সালের ১০ মে থেকে অসম প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীনের অধীনে ৮৩৪৮৩৯ টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। বাকি থাকা ৬৬৯২৬৪ টি গৃহ নির্মাণ ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে বলে ইতিমধ্যে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে ঘোষণা করেছেন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস। বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকর দেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে তিন লক্ষ হিতাধিকারীর গৃহপ্রবেশ কেন্দ্রীয় ভাবে আযোজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি ২০২৪ সালের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য আবাস গৃহের যে লক্ষ্য ধার্য করেছেন সেটা বাস্তবায়িত করার জন্য অসম সরকার গ্রাম্য এলাকায় দরিদ্র তথা অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর পরিবারদের অন্তর্ভুক্ত করে ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) রাজ্যে রূপায়ণ করেছে। গ্রামাঞ্চলে বসবাস করা কোন দরিদ্র পরিবার যাতে এই প্রকল্পের সুফল থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ এই প্রকল্প কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কাজ অব্যাহত রেখেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান এই প্রকল্পের অধীনে ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রাম্য এলাকায় কাঁচা ঘরে বসবাস করা প্রত্যেক পরিবারকে মৌলিক সুবিধা যুক্ত একটি করে পাকা ঘর দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন এই ঘরগুলো সম্পূর্ণ করার জন্য প্রতি জন হিতাদিকারীকে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে ব্যাংকের একাউংটে তিনটি কিস্তির মাধ্যমে সরাসরি ভাবে প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) এর অধীনে এই ঘরগুলো যাতে পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় সেটার জন্য এই গৃহগুলোর সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত মিশন এর অধীনে শৌচালয়, জলজীবন মিশনের অধীনে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সৌভাগ্য প্রকল্পের অধীনে বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রধানমন্ত্রী উজালা যোজনার অধীনে রন্ধন গ্যাসের সংযোগ এবং এমজি এমরেগার অধীনে ৯৫ দিনের মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন এই প্রকল্পের অধীনে জমিহীন হিতাদিকারীরা যাতে প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন তার জন্য রাজ্য সরকার সেই ধরনের হিতাদিকারীকে জমি প্রদানের পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের ৪০০৯৬ জন জমিহীন হিতাদিকারীকে জমি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে গৃহ ক্লাসটার গঠনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিভিন্ন প্রকল্প তথা কর্পোরেটদের সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকল্পের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করে প্লাস্টারগুলোতে অন্যান্য সুযোগসুবিধা প্রদানের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমান রাজ্যে ৯৯ জন হিতাধিকারীর জন্য সাতটি ক্লাস্টার নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া মোট দশটি জেলার ৮৩৮ জন হিতাধিকারীর জন্য ১৯ টি ক্লাস্টারের কাজ অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আদলে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনা নামে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করবে। আগামী বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের অর্থের মাধ্যমে এক লক্ষ নতুন গৃহ নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী আবার যোজনা ঘর গুলো নির্মাণের সহায়ক হিসাবে গ্রামাঞ্চলের ৪৯২৩ জন বেকার যুবকদের রাজমিস্ত্রি প্রশিক্ষণ দিয়ে গৃহনির্মাণে জড়িত করানো হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রাম্য অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসমের দরিদ্র সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক জীবনধারা শক্তিশালী করনের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার অহরহভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অরুণোদয় প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের বর্তমানের ১৯ লক্ষ হিতাধিকারী ছাড়াও চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে অতিরিক্ত ৭ লক্ষ হিতাধিকারী এবং আগামী বছর ৮ লক্ষ হিতাধিকারী অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৩৫ লক্ষ পরিবারকে এই প্রকল্পের অধীনে নিয়ে আসার লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর ফলে দেড় কোটি সাধারণ ব্যক্তি এর অধীনে চলে আসবে। রাজ্যের জনসংখ্যার অর্ধেক বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান রন্ধন গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্য ২০০ টাকা করে অতিরিক্ত ভাবে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিনের অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস নিজের বক্তব্য প্রদান করার পাশাপাশি অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি, সাংসদ কুইন ওজা, মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর, পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের প্রধান সচিব জে বি এক্কা, কমিশনার বিক্রম কৈরি প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

# মুসলমান মহিলারা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পূর্ণ সমর্থন করেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

### অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রতিবাদ শুধুমাত্র এআইইউডিএফ এবং কংগ্রেসের নেতারা করছেন

**সব্যসাচী শর্মা**

**গুয়াহাটি ঃ** অভিন্ন দেওয়ানি বিধি এবং বহুবিবাহ বন্ধের ক্ষেত্রে ফের একবার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন মুসলমান মহিলারা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির পূর্ণ সমর্থন করেন। মুসলমান মহিলারা অসংবিধানিক তালাকের ভুক্তভোগী হতে চান না। কিন্তু মুসলমান মহিলাদের এই যন্ত্রণার কথা মুসলমান পুরুষরা বুঝতে পারেন না অথবা বুঝতে চান না। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রতিবাদ শুধুমাত্র এআইইউডিএফ এবং কংগ্রেসের নেতারা করছেন বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড অর্থাৎ অভিন্ন দেওয়ানি বিধির ক্ষেত্রে তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। অন্যদিকে এর সমান্তরাল ভাবে পলিগেমি অর্থাৎ বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য অসম সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে। তবে ভারত সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বলবৎ করে তাহলে অসম সরকারের আলাদাভাবে বহুবিবাহ বন্ধ করার ক্ষেত্রে কোন আইন আনার প্রযোজন হবে না। কারণ সেটা স্বাভাবিক ভাবে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সঙ্গে মিলে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন কোনো কংগ্রেস নেতা কি নিজের মেয়ের বিয়ে একজন পুরুষের সঙ্গে করাতে চাইবেন যার ইতিমধ্যে দুই স্ত্রী রয়েছে। মূল বিষয় এটাই যে এআইইউডিএফ এবং কংগ্রেসের নেতারা মুসলমান মহিলাদের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করতে পারছেন না। তারা মুসলমান মহিলাদের থেকে ভোট নিচ্ছে কিন্তু এর পরিবর্তে মুসলমান মহিলাদের তারা কিছুই ফিরিয়ে দিচ্ছে না। এটা কংগ্রেস দলের সবথেকে বড় সমস্যা। সাধারণত কংগ্রেস মুসলমান পুরুষ এবং মহিলাদের থেকে ভোট চায় অথচ তারা শুধুমাত্র পুরুষ মুসলমানদের ফিরিয়ে দিতে চায়। তারা মুসলমান মহিলাদের অবজ্ঞা করে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন এমনকি মুসলমান ধর্ম গুরু নবী বহুবিবাহের সমর্থন করতেন না। এক সময় তিনি বলেছিলেন মুসলমান পুরুষদের একজন করে স্ত্রী থাকা উচিত। এটা তোদের জানা উচিত যে বহুবিবাহ ইসলাম ধর্মের প্রযোজনীয়তা নয়। ফলে এই বিষয়টি কংগ্রেসের সমর্থন করা উচিত নয়। তারা হয়তো কিছু ভোট হারাবে কিন্তু এরপরেও কংগ্রেসের মুসলমান মহিলাদের সমর্থনে থাকা উচিত। কিন্তু কংগ্রেস এটা করছে না। তবে একটি সময় আসবে যখন মুসলমান মহিলারা যেদিন পুরুষদের গণ্ডি থেকে বেরোতে পারবেন সেদিন কংগ্রেসকে তাদের অবিচারের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন কংগ্রেসে এর আগে তিন তালাকের বিরুদ্ধে থাকা আইনের বিরোধিতা করেছিল। বর্তমান দলটি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরুদ্ধে স্থিতি নিয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে কংগ্রেস মুসলমান মহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রসঙ্গত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি এক্ষেত্রে বলেন যদি সবাই সমান তাহলে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই শাড়ি পরা উচিত। পরের বছর দুপক্ষই লুঙ্গি পরা উচিত। আজ মুসলমানরা দাড়ি রাখছেন। একইভাবে হিন্দুদেরও পরের বছর দাড়ি রাখা উচিত বলে কটাক্ষ করেন এআইইউডিএফ সভাপতি। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন বদরুদ্দিন আজমল একজন মুসলমান পুরুষ। তিনি মুসলমান মহিলা নন। আজ পর্যন্ত মুসলমান মহিলাদের অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিরোধিতা করতে দেখা যায়নি। ফলে মুসলমান পুরুষদের বক্তব্যকে মুসলমান মহিলাদের বক্তব্য হিসেবে ধরে নেওয়া ভুল বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন মুসলমান মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তারা বারংবার একই কথা বলেন যে জনসমক্ষে খোলাখুলি ভাবে তারা কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ সর্বদা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আশীর্বাদ করছেন বলে মুসলমান মহিলারা তাকে জানিয়েছেন এই কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

# কংগ্রেস দল নয় বরং গান্ধী পরিবারের সিকিউরিটি গার্ড বলে অভিযোগ রাজ্য বিজেপির

### গান্ধী পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করায় কংগ্রেস দলে একমাত্র দর্শন বলে মন্তব্য মুখপাত্র রঞ্জিব কুমার শর্মার

**গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ** কংগ্রেস দলের সত্যাগ্রহ এক ভন্ডামি মাত্র। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস গণতন্ত্রকে সর্বাধিক হত্যা করেছে। ১৯৫৬ সাল থেকে শুরু করে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১১৫ বার রাষ্ট্রপতি শাসন চাপিয়ে দেওয়া কংগ্রেস দল নির্বাচিত সরকারের ট্যাটু চেপে রাখার পাশাপাশি সাধারণ জনতার মতদানের অধিকার পা দিয়ে মচকে দিয়েছে। ফলে এই ধরনের একটি রাজনৈতিক দল সত্যাগ্রহ করা টি ভন্ডামীর বাইরে অন্য কিছু নয় বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিজেপির অসম রাজ্য কমিটি। গুয়াহাটি মহানগরের বশিষ্ঠ স্থিত রাজ্য বিজেপির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ী ভবনে আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে দলীয় মুখপাত্র রঞ্জিব কুমার শর্মা বলেন আদালতের রাজধানীর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে দেশের সবথেকে পুরানো রাজনৈতিক দলটি সংবিধান, গণতন্ত্র, বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং সংসদকে অবমাননা করেছে। তোর তবে শুধুমাত্র অবমাননা নয়, এই ব্যবস্থাগুলোকে অস্বীকার করেছে দলটি। এক কথায় বলতে গেলে কংগ্রেসের জন্য এই দেশ তথা সর্বসাধারণ ব্যক্তি অত্যন্ত নগণ্য। দলটির জন্য গান্ধী পরিবারই মূল। গান্ধী পরিবারের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই কংগ্রেস দল সত্যাগ্রহ করেছে। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ সঙ্গে দেশের সাধারণ জনতার কোনো সম্পর্ক নেই বলেও রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন।

প্রসঙ্গত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন কেন্দ্রিক হিংসায় লোকসভার বিরোধী দলপতি তথা কংগ্রেসের জ্যৈষ্ঠ নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর লোকসভা কেন্দ্রে পাঁচ জন কংগ্রেস কর্মীকে লাঠি দিয়ে মেরে কেটে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী হত্যা করার খবর সারা দেশের সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এই সম্পর্কে কংগ্রেস নেতৃত্ব নীরবতা অবলম্বন করে রয়েছেন বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রঞ্জিব কুমার শর্মা। কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে তিনি বলেন এর পরিবর্তে সম্পূর্ণ দলটি বর্তমান সময়ে গান্ধী পরিবারের নিরাপত্তা রক্ষীতে পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য আদালত গান্ধী পরিবারের পক্ষে রায়দান না করার জন্য কংগ্রেস দেশের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আংদোলন করে সর্বসাধারণ জনতাকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত রচনা করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রঞ্জিব কুমার শর্মা বলেন কংগ্রেস দলের একটি মাত্র কার্যসূচী হলো গান্ধী পরিবারের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা। এর বাইরে কংগ্রেস দলের দেশের সমস্যা, সমাজ জীবন এবং সভ্যতার সঙ্গে কোন ধরনের লেনদেন নেই। তাদের জন্য একমাত্র গান্ধী পরিবার সর্বোচ্চ। ফলে কংগ্রেস আদালতের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। এ কার্যের মাধ্যমে কংগ্রেস নিজের স্বৈরাচারী চরিত্র স্পষ্ট করেছে। ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে দেশের সাধারণ জনতা যে একনায়কত্ববাদ দেখেছিলেন বর্তমান সময়ে কংগ্রেস দল সেই ধরনের চরিত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র রঞ্জিব কুমার শর্মা।

# ২৪ থেকে এক পা দূরে জোকোভিচ

**প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ** রাফায়েল নাদালকে ছাড়িয়ে গ্র্যান্ড স্লামে সর্বোচ্চ ২৩টি শিরোপা জয়ের রেকর্ড এ বছরের ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতেই গড়েছেন। এবারের উইম্বলডনেও কত কী ডাকছে নোভাক জোকোভিচকে! উইম্বলডনে টানা পাঁচ শিরোপা জয়, সব মিলিয়ে এই প্রতিযোগিতায় অষ্টম শিরোপা জিতে ফেদেরারের রেকর্ড স্পর্শ এসবের হাতছানি তাঁর সামনে। উইম্বলডন জিতে গ্র্যান্ড স্লামে ২৪তম শিরোপা ঘরে তুললে সবকিছুই পাবেন জোকোভিচ। সবকিছু থেকে আর মাত্র এক পা দূরে সার্বিয়ান তারকা। আজ সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনারকে ৬-৩, ৬-৪, ৭-৬ (৭৪) গেমে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন জোকোভিচ। উইম্বলডনে নিজের নবম ফাইনালে উঠতে একপেশে খেলাই উপহার দেন ২০১৮ থেকে এই প্রতিযোগিতার টানা চারটি শিরোপা জেতা জোকোভিচ। করোনা মহামারির কারণে ২০২০ সালে উইম্বলডন হয়নি।

# আইসিসি থেকে ভারতের আয় বেড়েছে ৭২ শতাংশ

**কলকাতা ঃ** দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে বার্ষিক সভা শেষে আইসিসি বৃহস্পতিবার যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, সেখানে আগামী চার বছরের জন্য লভ্যাংশ বণ্টন চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে কোন দেশ কত পাবে, সেটা স্পষ্ট করা হয়নি।

এবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নথিপত্রের সূত্র বলছে, সর্বশেষ চক্রের চেয়ে ৭২ শতাংশ লভ্যাংশ বেড়েছে বিসিসিআইয়ের। আইসিসির সর্বশেষ চক্রে ২২ দশমিক ৪ শতাংশ লভ্যাংশ পেয়েছিল ভারতীয় বোর্ড। ২০২৪-২৭ মেয়াদে তা ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশে দাঁড়াচ্ছে। আর কোনো ক্রিকেট বোর্ড দুই অঙ্কের লভ্যাংশ পাচ্ছে না। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) তৃতীয় সর্বোচ্চ লভ্যাংশ পাচ্ছে।

লভ্যাংশ ভাগাভাগির নতুন আর্থিক মডেলের খবর গত মে মাসেই প্রকাশ করেছিল ক্রিকইনফো। সামনের চক্রে ৬০ কোটি ডলার আয়ের প্রাক্কলন করে হিসাবটি তৈরি করেছিল আইসিসি। তবে এ নিয়ে পিসিবিসহ কয়েকটি বোর্ড নিজেদের লভ্যাংশের ভাগ পুনর্বিবেচনার আবেদন জানায়। আইসিসি বোর্ডসভায় সেটি কতটা কার্যকর হয়েছে জানা যায়নি।

তবে ভারতের লভ্যাংশ খসড়া অনুযায়ীই চূড়ান্ত হয়েছে বলে দাবি করেছে ক্রিকবাজ। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমটি বিসিসিআই থেকে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোকে পাঠানো মেইল দেখেছে। মেইলে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ লিখেছেন, 'আইসিসি বোর্ডসভায় অনুমোদিত নতুন রাজস্ব বণ্টন মডেলে

৩৮ দশমিক ৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে বিসিসিআই। আপনারা জানেন আগের চক্রে ভারতের ভাগ ছিল ২২ দশমিক ৪ শতাংশ, যা এখন ৩৮ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, বেড়েছে ৭২ শতাংশের কাছাকাছি। এই অর্জন আমাদের সব রাজ্য অ্যাসোসিয়েশন এবং আমার বিসিসিআই সহকর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল।'

আইসিসির প্রাক্কলিত আয় অনুসারে ভারত ৪ বছরে মোট ২৩ কোটি ১০ লাখ ডলার পাবে। বিসিসিআইয়ের বেশি অর্থ পাওয়ার মূলে আছে আইসিসির সঙ্গে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ডিজনি স্টারের নতুন সম্প্রচার চুক্তি। সামনের চার বছরের জন্য মিডিয়াস্বত্ব বাবদ আইসিসিকে ৩ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার দেবে ডিজনি। এটি সর্বশেষ চক্রের তুলনায় তিন গুণ বেশি। সর্বশেষ আট বছরে মিডিয়াস্বত্ব থেকে মাত্র ১ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে আইসিসি।

খসড়া অনুসারে ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ড আইসিসির আয়ের ৬ দশমিক ৮৯ শতাংশ তথা ৪ কোটি ১৩ লাখ মার্কিন ডলার পাওয়ার কথা, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) ভাগে যাওয়ার কথা ৬ দশমিক ২৫ শতাংশ, অর্থাৎ ৩ কোটি ৭৫ লাখ ডলারের বেশি।

বিসিসিআই, ইসিবি ও সিএর পর ৫ শতাংশের বেশি আয় করা চতুর্থ বোর্ড পিসিবি।

পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ পেতে যাচ্ছে ৩ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের (৫ দশমিক ৭৫ শতাংশ) বেশি। অন্যদের মধ্যে নিউজিল্যান্ডের এনজেডসি প্রায় ২ কোটি ৮৩ লাখ ৮০ হাজার, শ্রীলঙ্কার এসএলসি ২ কোটি ৭১ লাখ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিডব্লিউআই ২ কোটি ৭৫ লাখ ডলার পাবে।

পূর্ণ সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে কম পাবে আফগানিস্তান, ১ কোটি ৬৮ লাখ ডলার ( ২ দশমিক ৮০ শতাংশ)। আর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পাওয়ার কথা ৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ-২ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। অবশ্য এই বোর্ডের ক্ষেত্রে খসড়ার অঙ্ক চূড়ান্ত অনুমোদনেও একই আছে কি না, নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

# ইএ স্পোর্টসের ভিডিও ট্রেলারে এমবাপ্পেকে না রেখে কী বার্তা দিল পিএসজি

**প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ** গ্রীষ্মকালীন দলবদল এখন মাঝামাঝি পর্যায়ে। ৩১ জুলাই শেষ হবে ইউরোপিয়ান ফুটবলের গ্রীষ্মকালীন দলবদল। মাঝামাঝি সময়ে এসে বিশ্বজোড়া ক্রিকেটপ্রেমীরা হিসাবনিকাশ মেলাতে শুরু করেছে শেষ পর্যন্ত কে কোথায় যেতে পারেন। কিছুদিন আগেও ফুটবলবিশ্বে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল লিওনেল মেসির ভবিষ্যৎ কী অথবা পিএসজি ছেড়ে কোথায় যাবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক। সেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। পিএসজি ছেড়ে মেসি যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের দল ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ায়। এখন ফুটবলবিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কিলিয়ান এমবাপ্পেকে নিয়ে। মেসি ইন্টার মায়ামিতে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই পিএসজিকে চিঠি দিয়ে এমবাপ্পে জানিয়ে দিয়েছেন ২০২৪ সালের পর প্যারিসের ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তি আর নবায়ন করবেন না। এমবাপ্পের এই চিঠি দেওয়ার পর থেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ফুটবলবিশ্বে। আলোচনার কেন্দ্রে একটিই ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু সম্প্রতি স্পেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরগুলো বিশ্লেষণ করে যা বোঝা গিয়েছিল, এবারের গ্রীষ্মেই হয়তো হচ্ছে না এমবাপ্পের দলবদল। এমবাপ্পে চিঠি দেওয়ার পরই পিএসজি তাঁকে বিক্রি করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। তবে ফরাসি স্ট্রাইকারের পিঠে ২০ কোটি ইউরোর ট্রান্সফার ফির ট্যাগ বসিয়ে দিয়েছে ক্লাবটি। রিয়াল নাকি এই দামে এখন তাঁকে কিনতে রাজি নয়। অন্যদিকে, এমবাপ্পে নিজেও নাকি চুক্তির মেয়াদ শেষ করার আগে পিএসজি ছাড়তে চান না। তাহলে যে তিনি বিশাল অঙ্কের 'আনুগত্য' বোনাস থেকে বঞ্চিত হবেন। আর রিয়ালও সেই সুযোগ নিয়ে এমবাপ্পেকে মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে ফ্রিতে কিনতে চায়! কিন্তু গ্রীষ্মকালীন দলবদলের এই পর্যায়ে এসে বিশ্বজোড়া ক্রিকেটপ্রেমীরা যে হিসাব মেলানোর চেষ্টা করছেন, সেটিতে বাড়তি একটা বিষয়ই যোগ করার উপলক্ষ এনে দিয়েছে পিএসজি। প্যারিসের ক্লাবটি ইএ স্পোর্টসের যে ট্রেলার প্রকাশ করেছে, সেখানে রাখেনি এমবাপ্পেকে। ১৪ সেকেন্ডের ভিডিওতে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে দেখা গেলেও ক্লাবের সবচেয়ে বড় তারকার অনুপস্থিতি ফুটবলপ্রেমীদের ভাবনার নতুন উপাদান দিয়েছে। তাহলে কি এবারের দলবদলেই পিএসজি ছাড়ছেন এমবাপ্পে এমন প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে। সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে রিয়ালের নামটিই আসছে এ কথা না বললেও চলে।

# সিটির লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে কি বায়ার্নে যাবেন ওয়াকার

**প্যারিস ঃ** ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ আগামী বছরের জুন পর্যন্ত। তবে দুই দিন আগে খবর এসেছিল, কাইল ওয়াকারকে ২০২৫ পর্যন্ত চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব দিয়েছে সিটি। বেতন সপ্তাহে ১৬ হাজার পাউন্ড। সেই প্রস্তাবে ইংলিশ ডিফেন্ডারের খুশিই হওয়ার কথা। বয়স ৩৩ হয়ে গেছে তাঁর। এই বয়সে খুব দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি সাধারণত খেলোয়াড়দের সঙ্গে করে না ক্লাবগুলো।

ওয়াকার তাই সিটিতেই থেকে যেতে পারেন, এমন একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল ওই প্রস্তাবের পর। তবে আজ স্কাই স্পোর্টস জার্মানিসহ ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবর, সিটির লোভনীয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে জার্মান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখে চলে যাচ্ছেন ইংলিশ এই রাইটব্যাক। বায়ার্নের সঙ্গে নাকি ব্যক্তিগত চুক্তির শর্তাবলি দিয়ে পাকা কথা হয়েছে ওয়াকারের। আপাতত বায়ার্নের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি হতে পারে ওয়াকারের, থাকছে আরও এক বছর মেয়াদ বাড়ানোর সুবিধা।

২০১৭ সালে ৫ কোটি ২৭ লাখ ইউরোতে টটেনহাম থেকে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন ওয়াকার। পরের ছয় বছরে সিটির হয়ে জিতেছেন পাঁচটি প্রিমিয়ার লিগ, দুটি এফএ কাপ, চারটি লিগ কাপ, দুটি কমিউনিটি শিল্ড ও একটি চ্যাম্পিয়নস লিগ। এই সময়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন পেপ গার্দিওলার দলের অন্যতম বড় আস্থা। বয়স ৩০-এর ওপাশে চলে যাওয়ার পরও দারুণ গতি দিয়ে মুগ্ধ করে যাচ্ছেন সবাইকে। এই তো সর্বশেষ চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে যেভাবে তাঁর চেয়ে প্রায় অর্ধেক বয়সী ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে সামলেছেন, সেটা দেখে প্রশংসা করেছেন ফুটবলবোদ্ধারা।

এই দলবদলের মৌসুমের শুরু থেকেই ওয়াকারকে চাইছে বায়ার্ন মিউনিখ। ওয়াকারও সিটির হয়ে ট্রেবলজয়ী মৌসুম কাটানোর পর নতুন চ্যালেঞ্জের খোঁজে আছেন। তা ছাড়া নতুন মৌসুমের জন্য সিটির কোচ পেপ গার্দিওলাও হয়তো দলটাকে নতুন করে সাজাবেন। সে জায়গায় ৩৩ বছর বয়সী ওয়াকারের আগামী মৌসুমে 'গেমটাইম' কমে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আবার ওয়াকার নিশ্চয়ই চাইবেন এমন ফর্মে থাকা অবস্থায় দলের হয়ে যত বেশি পারা যায় ম্যাচ খেলতে।

যেহেতু বায়ার্ন তাঁকে চাচ্ছে এবং সেখানে বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ মিলবে বলে আশা করা যায়, ওয়াকারও তাই হয়তো দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওদিকে বেঞ্জামিন পাভার এই দলবদলের মৌসুমেই বায়ার্ন ছেড়ে যাবেন বলে গুঞ্জন। তাঁর জায়গায় ওয়াকারই বায়ার্ন কোচ টমাস টুখেলের প্রথম পছন্দ। স্কাই স্পোর্টস জার্মানি জানিয়েছে, ওয়াকারের জন্য সিটিকে ২ কোটি ইউরো দিতে রাজি বায়ার্ন। এখন দেখার অপেক্ষা, সিটি এই চুক্তিতে রাজি হয় কি না।

# আবার কেন এতগুলো রাফাল যুদ্ধবিমান কিনছে ভারত?

**নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ** ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনদিনের এক রাষ্ট্রীয় সফরে বৃহস্পতিবার ফ্রান্সে গিয়ে পৌঁছেছেন। শুক্রবার বাস্তিল দিবসের প্যারেডে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন, এবং ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রঁ প্রধানমন্ত্রী মোদীর সম্মানে বিশেষ নৈশভোজেরও আয়োজন করছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই ফ্রান্স সফরে বেশ কতগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সমঝোতা স্বাক্ষরিত হবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে।

ভারতের বার্তা সংস্থা এএনআই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রকে উদ্ধৃত করে রিপোর্ট করেছে, ফ্রান্স থেকে আরও ২৬টি রাফাল জেট এবং ৩টি স্কর্পিওন ক্লাস সাবমেরিন কেনার প্রস্তাবে ভারতের ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল ইতিমধ্যেই সম্মতি দিয়েছে।

এই ২৬টি রাফাল জেটের মধ্যে ২২টি হবে একক আসনের রাফাল মেরিন এয়ারক্র্যাফট আর বাকি চারটি টুইন সিটার ট্রেনার এয়ারক্র্যাফট।

এর আগে ২০১৬ সালে ফ্রান্সের ডাসোঁ এভিয়েশন থেকে মোট ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনার জন্য ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার চুক্তিতে সই করেছিল।

সেই চুক্তিতে বিরাট অঙ্কের আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিল কংগ্রেস সহ ভারতের বিরোধী দলগুলো, কিন্তু পরে দেশের সুপ্রিম কোর্ট সেই অভিযোগ খারিজ করে দেয়। যদিও ফ্রান্সে এখনও সেই অভিযোগ নিয়ে সমান্তরাল তদন্ত চলছে।

ওই চুক্তি অনুযায়ী ভারতের মোট যে ৩৬টি রাফাল জেট পাওয়ার কথা ছিল, কয়েক কিস্তিতে তার সবগুলোরই ডেলিভারি হয়ে গেছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে যখন ৩৬তম তথা শেষ রাফালটি ভারতে পৌঁছয়, তখন আমিরাতে সেটির রিফিউয়েলিং য়ের ছবি পোস্ট করে ভারতের বিমানবাহিনী টুইট করেছিল, দ্য প্যাক ইজ কমপ্লিট!

তবে শেষ ডেলিভারির মাত্র ছ সাত মাসের মধ্যেই ভারত আবার ফ্রান্স থেকে নতুন করে ২৬টি রাফাল যুদ্ধবিমানের অর্ডার দিতে যাচ্ছে – যে সিদ্ধান্তকে সামরিক ও কৌশলগত দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

'এগুলো নৌবাহিনীর প্রয়োজন'

কেন ভারত নতুন করে আরও একপ্রস্ত রাফাল জেট কেনার সিদ্ধান্ত নিল, একান্ত সাক্ষাৎকারে সেটাই ব্যাখ্যা করেছেন ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ, এয়ার চিফ মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) অরূপ রাহা।

যখন ভারত সরকার ২০১৬ সালে ৩৬টি রাফাল কেনার জন্য চুক্তি করে, তখন তিনিই বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন।

অরূপ রাহা বলছিলেন, প্রথম যখন রাফাল জেট কেনার কথাবার্তা শুরু হয়, তখন তো ১২৬টা পাওয়ার কথা ছিল। সেই জায়গায় চুক্তি হয়েছে মাত্র ৩৬টার, ফলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন এখনও পুরোটা মেটেনি।

এখন এয়ারফোর্সকেও তাদের চাহিদা অনুযায়ী বাড়তি ফাইটার জেট দিতে হবে, সেটা রাফাল না হলেও কোনও ফোর পয়েন্ট ফাইভ জেনারেশন অত্যাধুনিক এয়ারক্র্যাফট হতে হবে – যা দুনিয়ার সেরা। কিন্তু আপাতত এই যে নতুন ২৬টা রাফাল, এগুলো এয়ারফোর্স নয় – কাজে লাগানো হবে ভারতের নৌবাহিনীতে।

অর্থাৎ কিনা, এই রাফাল জেটগুলো নৌবাহিনীর এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ারের ডেক থেকে টেক অফ বা ডেকে ল্যান্ডিং করতে পারবে। সামুদ্রিক পরিবেশে যুদ্ধ করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হবে এগুলোর বডি আর ইঞ্জিন।

এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহার কথায়, একটা নৌবাহিনীকে তখনই সত্যিকারের থ্রি ডাইমেনশনাল ফোর্স বলা যায়, যখন সেটি ওয়ারশিপ (যুদ্ধজাহাজ), আন্ডার ওয়াটার সাব (জলের তলায় সাবমেরিন) আর এয়ার এলিমেন্ট (আকাশে যুদ্ধ করার ক্ষমতা) – এই তিনটি বিভাগেই চূড়ান্ত পারদর্শিতা অর্জন করে।

ভারতীয় নৌবাহিনীর বহরে রাফাল জেটের অন্তর্ভুক্তি – যেগুলো আইএনএস বিক্রান্ত বা আইএনএস বিক্রমাদিত্যের মতো এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার থেকে অপারেট করতে পারবে – সেটিকেও পরিপূর্ণ একটি 'ত্রিমাত্রিক বাহিনী'তে পরিণত করবে বলে তিনি মনে করছেন।

কিন্তু আবার রাফাল ই কেন?

ভারতের কাছে যুদ্ধবিমান বিক্রি করার জন্য পৃথিবীর বহু দেশই যে আগ্রহী, প্রতিরক্ষা জগতে এ কথা সুবিদিত। রাফালের সঙ্গে এক্ষেত্রে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল মার্কিন যুদ্ধবিমান এফ ১৮র, কিন্তু আপাতত এই রাউন্ডে রাফালই ভারতে বাজিমাত করতে চলেছে।

এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা মনে করেন, এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো ফ্যাক্টর রাফালের পক্ষে গেছে।

এর একটা হল, আগে থেকেই ভারতের কাছে ৩৬টি রাফাল জেট আছে বলে ভারতীয় বাহিনী এই প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত।

আর দ্বিতীয় কারণটা – ফ্রান্স রাফালের ক্ষেত্রে বহুলাংশে ভারতে 'টেকনোলজি ট্রান্সফার' বা প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে রাজি হয়েছে।

বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, যেহেতু ৩৬টা রাফাল আগে থেকেই ভারতে আছে, তাই যখন সেগুলোরই নৌ সংস্করণ আমরা কিনব তখন 'ওয়েপন্স ম্যাচ'টা অনেক সহজ হবে।

অর্থাৎ কিনা রাফালে যে ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আমাদের বিমানবাহিনী ব্যবহার করছে, মোটামুটি সেগুলোরই রকমফের আমাদের নৌবাহিনীও ব্যবহার করতে পারবে।

আসলে একটা ওয়েপন্স সিস্টেম কিনলেই তো শুধু হল না – সেটার রক্ষণাবেক্ষণ, সার্ভিসিং ও সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করাটাও ভীষণ জরুরি। এটাকেই বলে 'ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট', যা অনেক সময় ভীষণ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, বলছিলেন তিনি।

ভারতীয় নৌবাহিনীও যদি রাফাল যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে, তাহলে আগের অভিজ্ঞতার সুবাদে এই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টটা বেশ সহজ ও সাশ্রয়ী হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সোজা কথায়, রাফাল থাকলে নৌবাহিনীর অস্ত্র বাছাই বা 'ওয়েপন সিলেকশন'টা কমন পড়বে। যুদ্ধে তাদের যেটা অ্যান্টি শিপিং রোল, অর্থাৎ প্রতিপক্ষের জাহাজকে আক্রমণের ক্ষমতা – সেটা তাতে অনেক বৃদ্ধি পাবে, বলছিলেন অরূপ রাহা।

তবে ভারত সরকার যে আরও একবার রাফাল কেনার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার পেছনে দ্বিতীয় কারণটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় – আর সেটা হল ফ্রান্স এক্ষেত্রে ভারতের মাটিতে অনেকটা প্রযুক্তি হস্তান্তরে রাজি হয়েছে।

একটা দেশ যখন অন্য দেশ থেকে প্রতিরক্ষা সামগ্রী কেনে, তখন সঙ্গে তার প্রযুক্তিও হস্তান্তর করে কি না বা কতটা করে – সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যা বহু কেনাকাটার সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে।

ধরা যাক, আমেরিকা থেকে কোনও দেশ যদি এফ সিক্সটিন কিনেও তার প্রযুক্তিতে অ্যাকসেস না পায়, তাহলে সেই যুদ্ধবিমানের অতি ছোটখাটো ত্রুটি সারাতেও মার্কিন মুলুক থেকে তাদের বিশেষজ্ঞদের উড়িয়ে আনতে হবে বা সেই জেটটাকেই আমেরিকা নিয়ে যেতে হবে।

ঠিক এখানেই রাফাল একটা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে কারণ ভারতের মাটিতেই তাদের অন্তত দুটো সার্ভিসিং ফেসিলিটি আছে। সেখানে রাফালের হ্যাঙ্গার, ফিক্সচারস, রিপেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা ও ল্যাবরেটরি – সবই আছে, বলছিলেন অরূপ রাহা।

তিনি আরও জানাচ্ছেন, রাফালের মতো এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানগুলো এতটাই স্টেট অব দ্য আর্ট, যে এগুলোর এলআরইউ (লাইন রিপ্লেসেবল ইউনিট), রাডার বা ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট – এ সব কিছুর জন্যই হাতের কাছে তার ল্যাবস থাকাটা খুব দরকার।

ভারতের মাটিতেই ফরাসি সংস্থা ডাসোঁ এভিয়েশন ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলোর সঙ্গে মিলে সেটা গড়ে তুলেছে বলেই এই রাফাল জেটগুলোর 'লাইফটাইম ম্যানেজমেন্ট' অনেক সহজ হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহার মতে, এটা অবশ্য এমনি এমনি হয়নি – ক্রেতা হিসেবে ভারত তার প্রভাবকে কাজে লাগিয়েই এই জিনিসটা সম্ভব করে তুলেছে।

তার কথায়, দেখুন, সারা দুনিয়া জানে শত শত কোটি ডলার খরচ করে আমরা ওয়েপন্স সিস্টেম কিনতে বেরিয়েছি। এখন আমরা তো নিছক সাধারণ খদ্দের নই, বরং এত বড় অঙ্কের ক্রেতা বলেই আমাদের একটা আলাদা লিভারেজ থাকতে হবে – আর এখানে ঠিক সেটাই হচ্ছে।

রাফাল যুদ্ধবিমানগুলোর ইঞ্জিন প্রযুক্তি, ওয়েপন্স প্রযুক্তি যখন পুরোপুরি হস্তান্তর হবে এবং ভারতেই সেগুলোর এমআরও (মেইনটেন্যান্স, রিপেয়ার, ওভারহলিং) হাব গড়ে উঠবে তখন ভারত আরও বেশি করে রাফাল কেনার দিকে ঝুঁকবে বলেই বিমানবাহিনীর এই সাবেক প্রধান মনে করছেন।

ভারতীয় সেনার প্রায় সত্তর বছর আগে রাশিয়ায় নির্মিত মিগ সিরিজের যুদ্ধবিমান কেনার মধ্যে দিয়ে তাদের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল।

আশির দশকে ফ্রান্সে নির্মিত মিরাজ যুদ্ধবিমানের মধ্যে দিয়ে প্রতিরক্ষা খাতে ফরাসি সহযোগিতার পর্ব শুরু হয় – যা এখন দ্বিতীয় রাউন্ডের রাফাল জেট সমঝোতার মধ্যে দিয়ে আরও প্রসারিত হতে চলেছে।

## টুকরো খবর

### 'সংলাপ হবার আগে পর্দার অন্তরালে কিছু একটা হতে হবে'

**ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ** নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের প্রধান দুই দলের বিরোধ নিরসনে বিদেশীদের পক্ষ থেকে সংলাপের অনুরোধ আসবে – এমন গুঞ্জন থাকলেও ঢাকা সফরের সময় যুক্তরাষ্ট্রের আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জায়া জানিয়েছেন, তারা সবসময়ই সংলাপের পক্ষে। তবে বাংলাদেশে এমন কোন উদোগের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যুক্ত নয়। আগামী সাধারণ নির্বাচনের জন্য ছয়মাসের মতো সময় বাকি থাকলেও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিরোধ নিরসনের জন্য আলাপ আলোচনার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। উভয়দলই রাস্তায় তাদের রাজনৈতিক শক্তি দেখানোর চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ থাক বা না থাক, বাংলাদেশে সংলাপ নিয়ে সবসময়ই আগ্রহ থাকে, আলোচনাও আছে। বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর নানা তৎপরতার মধ্যে উজরা জেয়ার সফরকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বাংলাদেশে। এই একই সময়ে বাংলাদেশে অবস্থান করছে মার্কিন মিত্র ইউরোপীয় ইউনিয়নেরও একটি প্রতিনিধি দল। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দল দুটোর মধ্যে কি সংলাপের আর কোন সুযোগ আছে? নাকি আরো একবার রাজপথকেই সমাধান ভাবছে দলগুলো? আওয়ামী লীগ বিএনপি বাংলাদেশের দুই বড় দল। গত ত্রিশ বছরের বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা দল

দুটির মধ্যে সম্পর্ক এখন তলানিতে। এমন অবস্থায় সংলাপের সম্ভাবনা কতটা আছে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। দল দুটি'র নিজেদের কোন উদ্যোগ নেই। তবে দোষারোপ করছে অন্যপক্ষকে।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলছেন, সংলাপ হলেও তো পর্দার অন্তরালে কিছু হয় সবসময়ই। আগে বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিন তো কিছু একটা হতে হবে। সেটা তো বিএনপি'কে বলতে হবে।'' তবে বিএনপি আবার বলছে, আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেই বিএনপি'র দাবি বিষয়ে সংলাপের উদ্যোগ নিতে হবে। বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বিবিসিকে বলেন, আমি তো সংলাপের কোন স্কোপ দেখছি না। কোন সংকেত তো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আসছে না যে তারা ডায়লগ করতে চায়। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে সংলাপে সবসময়ই রাজি, বলেন শামা ওবায়েদ।

দুই দলের তরফ থেকে যে সংলাপের উদ্যোগ আসছে না তার মূল কারণ ঃসংলাপ কী ইস্যুতে হবে তা নিয়ে বিপরীত অবস্থান। সংবিধানের বাইরে গিয়ে কোন ধরণের নির্বাচনী পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবে না আওয়ামী লীগ। অন্যদিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বিএনপি'ও আগ্রহী নয় কোন আলোচনায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি না মানার বিষয়ে আওয়ামী লীগের অবস্থান আরো জোরালো হয়েছে, কারণ এ বিষয়ে বিদেশী প্রতিনিধিদলগুলোরও কোন চাপ নেই। মি. রাজ্জাক বলছেন, বিদেশীরা এসেছে, তারা মতামত দেবে, দিচ্ছে। তবে তারা কিন্তু কখনো বলে নাই যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা আলাদা কোন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। বিএনপি'র এই দাবি তো আসলে সংবিধানের বাইরের দাবি। এটা মানার প্রশ্নই উঠে না। আওয়ামী লীগ বলছে, নির্বাচন কিভাবে সুষ্ঠু করা যাবে কিংবা নির্বাচনের পরিবেশ বা এ ধরণের কোন বিষয় নিয়ে বিএনপি চাইলে আলোচনা হতে পারে।

অতীত অভিজ্ঞতা কী?

বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে সরাসরি বিরোধী তৈরি হয় মূলত ঃনব্বইয়ের দশকে সংসদীয় গণতন্ত্র শুরু পর। সে সময় বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পরবর্তী নির্বাচন কিভাবে হবে তা নিয়ে বিরোধ তৈরি হয় তখনকার প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে।

সেই বিরোধের পরও গেলো ৩০ বছরে দল দুটির মধ্যে নির্বাচন নিয়ে নানা রকম সমস্যার তৈরি হয়েছে এবং সেসব সমস্যার সমাধান হিসেবে সবসময়ই সংলাপের কথা বলা হয়েছে। তবে দেশি বিদেশী যে উদ্যোগেই হোক, এসব সংলাপ কোন ফল দেয়নি। এই ধরণের প্রথম সংলাপ হয় ১৯৯৪ সালে। কমনওয়েলথের বিশেষ দূত স্যার নিনিয়ান স্টেফানের সে উদ্যোগ অবশ্য সফল হয়নি।

এরপর ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগ বিএনপি'র মহাসচিব পর্যায়ের সংলাপ এবং ২০১৩ সালে জাতিসংঘের প্রতিনিধি অস্কার ফার্নান্দেজ তারাংকোর উদ্যোগে সংলাপও ব্যর্থ হয়। এমনকি সর্বশেষ ২০১৮ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপি'র নেতৃত্বে ঐক্যফ্রন্টের সংলাপও কাজে আসেনি। সবমিলিয়ে সংলাপে ফল কতটা আসবে তা নিয়ে সংশয় বহু পুরনো। আমরা তো ২০১৮ সালের আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংলাপে বসেছিলাম। এর ফল কী হয়েছে? আমরা পেয়েছি একটা নিশি রাতের ভোট ডাকাতি। সুতরাং এমন সংলাপে কোন লাভ নেই। বলছিলেন শামা ওবায়েদ।

বিএনপি ইতোমধ্যেই সরকারপতনের এক দফা দাবি ঘোষণা করেছে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন দলটি স্পষ্টতই রাজপথে শক্তি দেখিয়ে তাদের ভাষায় দাবি আদায়ে বাধ্য করতে চায় সরকারকে। এমন অবস্থায় আওয়ামী লীগও বলছে রাজপথে মোকাবেলার কথা।

দলটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলছেন, বিএনপি'র পক্ষে সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব না। এই শক্তি তাদের নেই। তবে যদি রাজপথে আগের মতো সহিংসতা হয়, তাহলে আইন শৃংখলা বাহিনী সেটা মোকাবেলা করবে।

বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের ত্রুটিপূর্ণ দুটি নির্বাচনের পর এবারের জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সরকারের উপর মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমা দেশগুলোর চাপ আছে। কিন্তু একটি বিশ্বাসযোগ্য এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে আস্থার সম্পর্ক দরকার সেটা এখনো গড়ে ওঠেনি। ফলে দুই দল থেকেই সংলাপের পরিবর্তে এখনো পর্যন্ত রাজপথে শক্তি প্রদর্শনের প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে।

# চাঁদের দিকে ছুটছে ভারতের চন্দ্রযান ৩, পৌঁছতে সময় লাগবে ৪০ দিন

**শ্রীহরিকোটা (এজেন্সী) ঃ** ভারত আজ চাঁদের উদ্দেশ্যে তৃতীয় অভিযান শুরু করেছে। ভারতীয় সময় দুপুর ২টো ৩৫ মিনিটে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে চাঁদের দিকে রওনা দিয়েছে চন্দ্রযান ৩। একটি এলভিএম৩ রকেট দিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে চন্দ্রযানটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

চন্দ্রাভিযানে থাকছে একটি ল্যাণ্ডার ও একটি রোভার। ল্যাণ্ডার চাঁদের মাটিতে অবতরণ করবে আর রোভার চাঁদের মাটিতে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকবে।

ল্যাণ্ডারটি অগাস্টের ২৩-২৪ তারিখে চাঁদের পিঠে নামার কথা। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর প্রতিষ্ঠাতা বিক্রম সারাভাইয়ের নামে ল্যাণ্ডারটির নাম রাখা হয়েছে 'বিক্রম' আর রোভারটির নাম 'প্রজ্ঞান'।

এই অভিযানে সফল হলে ভারত চতুর্থ দেশ হবে, যারা চাঁদের পিঠে পৌঁছবে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন চাঁদে নামতে সফল হয়েছে।

এর ঠিক আগের অভিযানে, ২০১৯ সালের, ঠিক চাঁদের মাটি ছোঁয়ার সময়ে ল্যাণ্ডার-রোভারটি ধ্বংস হয়ে যায়। তবে চন্দ্রযান ২ এর সেই অরবিটার এখনও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে এবং ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বেস-স্টেশনে নিয়মিত তথ্য পাঠিয়ে চলেছে।

চন্দ্রযান - ৩ অভিযানেও ওই অরবিটারটিকেই ব্যবহার করা হবে বলে ইসরো জানিয়েছে।

তৃতীয় চন্দ্রাভিযানে ল্যাণ্ডার-রোভারটির অবতরণ করার কথা চন্দ্রপৃষ্ঠের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে, যে জায়গাটি সম্বন্ধে এখনও বিস্তারিত জানা যায় না।

ইসরোর প্রধান শ্রীধর পানিক্কর সোমনাথ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এই অংশটি নিয়ে আমাদের বিশেষ বৈজ্ঞানিক স্বার্থ আছে। চাঁদের বিষুব রেখা অঞ্চলটি নিরাপদে অবতরণের জন্য আদর্শ, কিন্তু ওই অঞ্চল নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক তথ্য রয়েছে।

যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে চাই আমরা, তাহলে দক্ষিণ মেরুর মতো কোনও অঞ্চলেই যেতে হবে। কিন্তু সেখানে অবতরণের ঝুঁকি আছে, সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন মি. সোমনাথ।

তার কথায়, রোভারে পাঁচটি যন্ত্র থাকবে, যার মূল লক্ষ্য থাকবে চন্দ্রপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক চরিত্র, সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের বিশ্লেষণ করা, আর চন্দ্রপৃষ্ঠের ঠিক নীচে কী হচ্ছে, তা খুঁজে দেখা। আমি আশা করি নতুন কিছু খুঁজে পাব।

চাঁদের পৃষ্ঠের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে চাঁদের বয়স আবিষ্কারেরও চেষ্টা হবে বলে ইসরোর বিজ্ঞানীরা বিবিসিকে জানিয়েছেন।

দিল্লির শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্সের শিক্ষক ড. আকাশ সিনহা বিবিসিকে বলছেন, চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্ভাবনাও এই অঞ্চলেই বেশি।

চন্দ্রপৃষ্ঠের ওই দক্ষিণ মেরু অংশেই ২০০৮ সালে জলের সন্ধান পেয়েছিল চন্দ্রযান-১।

**চাঁদে পৌঁছতে ৪০ দিন লাগবে**

উৎক্ষেপণের ৪০ দিন পরে চাঁদের মাটিতে নামার কথা ল্যাণ্ডার বিক্রমের। চন্দ্রযান ১ সময় নিয়েছিল ৭৭ দিন আর চন্দ্রযান ২ সময় নিয়েছিল ৪৮ দিন।

যুক্তরাষ্ট্রের নাসার প্রথম মনুষ্যবাহী চন্দ্রযান অ্যাপোলো ১১ কিন্তু এর থেকে অনেক কম সময়ে, মাত্র চার দিনেই চাঁদের পৌঁছিয়ে গিয়েছিল।

অ্যাপোলোর তিন মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন আর মাইকেল কলিন্সকে নিয়ে পৃথিবীতে ফেরত আসেন উৎক্ষেপণের আট দিনের মাথায়।

যে দূরত্ব ১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো ১১ পেরতে পেরেছিল চারদিনে, সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে ২০২৩ সালেও কেন ৪০ দিন সময় লাগছে?

বৈজ্ঞানিকরা বলছেন এর পিছনে মূল কারণ জ্বালানির ওজনের তারতম্য।

জ্বালানি সহ অ্যাপোলো ১১ ওজন ছিল প্রায় ২৮০০ টন, কিন্তু ইসরো যে রকেট উৎক্ষেপণ করবে তার ওজন জ্বালানি সহ ৬৪০ টন। অ্যাপোলো ১১র মোট ওজনের ৮০ শতাংশই ছিল জ্বালানি।

অ্যাপোলোর ল্যাণ্ডার ঈগল চাঁদে অবতরণ করার পরে, গবেষণা করে এবং ল্যান্ডার অরবিটারে ফিরে আসা এবং শেষে পৃথিবীতে ফিরে আসতেই ওই পরিমাণ জ্বালানির দরকার ছিল। আর ইসরো চেষ্টা করছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার করে কম পরিমাণ জ্বালানি খরচ করে চাঁদে পৌঁছনর।

এই পদ্ধতিতে, রকেটটি সরাসরি চাঁদের দিকে যাওযার পরিবর্তে এটি একটি দীর্ঘ বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে তারপরে ধীরে ধীরে চাঁদের দিকে এগোবে আর শেষে অবতরণ করবে।

# হলিউডে অভিনয় শিল্পী, কুশলীদের নজিরবিহীন ধর্মঘটের ঘোষণা

**লন্ডন (এজেন্সী) ঃ** যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডের চিত্রনাট্যকারদের ধর্মঘটে যোগ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন অভিনয় শিল্পীরাও, যার ফলে গত ষাট বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় অচলাবস্থার পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে সেখানে।

মুনাফা থেকে ন্যায্য পাওনা আর ভালো কর্ম পরিবেশের দাবিতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অভিনয় শিল্পীদের সংগঠন দ্যা স্ক্রিন অ্যাক্টর গিল্ড বা এসএজি।

ফলে আজ থেকে প্রায় এক লাখ ষাট হাজার শিল্পী কাজ বন্ধ করে দেয়ার কথা। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র ও টিভি প্রডাকশনের বড় অংশের কাজ স্থবির হয়ে যাওয়ার আশংকা তৈরি হয়েছে।

ধর্মঘট ঘোষণার পর সিলিয়ান মারফি, ম্যাট ডামোন এবং এমিলি ব্লান্ট এর মতো শিল্পীরা লন্ডনে ক্রিস্টোফার নোলানের একটি চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শো থেকে ফিরে গেছেন। এসএজির এই ধর্মঘট লসএঞ্জেলস সময়ে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকালে ক্যালিফোর্নিয়ায় নেটফ্লিক্স সদরদপ্তর ছাড়া প্যারামাউন্ট, ওয়ার্নার ব্রস ও ডিজনির সামনে শিল্পী কুশলীদের জড়ো হওয়ার কথা। শিল্পীদের ইউনিয়ন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কম্পিউটার জেনারেটেড চেহারা বা কণ্ঠ যেন শিল্পীদের জায়গায় ব্যবহার না করা হয়।

ধর্মঘটের বিষয়ে ইউনিয়ন যে ঘোষণা দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে অভিনয়শিল্পী ছাড়াও গান, নৃত্য, স্টান্ট পারফর্মার এবং পাপেট বা মোশন পিকচার নিয়ে যারা কাজ করেন তারাও এর আওতায় আছেন।

মূলত স্টুডিওগুলোর সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় বুধবার দ্যা স্ক্রিন অ্যাক্টর গিল্ড-আমেরিকান ফেডারেশন অফ টেলিভিশন অ্যান্ড রেডিও আর্টিস্ট বা এসএজি-আফট্রা জানিয়ে দেয় যে তারা স্টুডিওগুলোর সাথে সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি। ফলে আলোচনার জন্য তাদের কমিটি সর্বসম্মতভাবেই ধর্মঘটের প্রস্তাব করে। তবে স্টুডিওগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন দ্যা অ্যালায়েন্স অফ মোশন পিকচার এন্ড টেলিভিশন প্রডিউচারস বা এএমপিটিপি এ সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে।

তারা বিবৃতি দিয়ে বলেছে ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত ইন্ডাস্ট্রির ওপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হাজার হাজার মানুষকে সংকটের দিকে নিয়ে যাবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগের বিষয়ে এএমপিটিপি বলেছে তারা এ নিয়ে একটি 'যুগান্তকারী প্রস্তাবে' একমত হয়েছে যা অভিনয়শিল্পীদের ডিজিটাল প্রতিলিপি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুরক্ষা দেবে এবং কোন শিল্পীর ডিজিটাল রেপ্লিকা ব্যবহার করা হলে তার সম্মতি নিতে হবে।

তবে এসএজির পক্ষে থাকা প্রধান আলোচক ডানকান ক্রাবট্রি আয়ারল্যান্ড বলেছেন এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।

অনলাইন স্ট্রিমিং সার্ভিসগুলোর বিষয়ে এসএজির দাবি ছিলো চলচ্চিত্র বা অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার হলে সেজন্য শিল্পীদের অর্থ দিতে হবে।

ওদিকে রাইটার্স গিল্ড অফ আমেরিকা আরেকটি ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংগঠনের প্রায় সাড়ে এগার হাজার সদস্য আছে। তারা পারিশ্রমিক বৃদ্ধি ও ভালো কর্ম পরিবেশের দাবিতে গত দোসরা মে থেকেই এই ধর্মঘটে আছে।

লেখক এবং শিল্পীদের একযোগে দুটি ধর্মঘট ১৯৬০ সালের পর এই প্রথম। তখন এসএজির নেতৃত্বে ছিলেন অভিনেতা রোনাল্ড রিগ্যান, যিনি পরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

আর অভিনয় শিল্পীরা সর্বশেষ ধর্মঘট করেছিলেন ১৯৮০ সালে।

ওদিকে বৃহস্পতিবার ইউনিয়নগুলো ধর্মঘটের ডাক দেয়ার পর ডিজনির সিইও বব আইজার বলেছেন শিল্পী ও লেখকদের দাবিগুলো অবাস্তব এবং কোভিড অতিমারিতে ক্ষতি থেকে উত্তরণের চেষ্টায় থাকা ইন্ডাস্ট্রির জন্য ক্ষতিকর।

এদিকে তৃতীয় আরেকটি ইউনিয়ন দ্যা ডিরেক্টর গিল্ড অফ আমেরিকার সাথে গত জুনে আলোচনা সফল হওয়ায় তারা এ কর্মসূচীতে যোগ দিচ্ছে না।

# শ্রীলংকায় মুসলিম ডাক্তারকে কট্টর বৌদ্ধরা কেন ফাঁসিয়েছে?

**কুরুনেগালাঃ** এমন কোনো বড়ি কি আছে যা খাইয়ে কোনো নারীকে বন্ধ্যা করে দেয়া সম্ভব? অথবা নারীর প্যান্টির ভেতরে কোনো জেল লাগিয়ে দিয়ে তা কি সম্ভব? আপনি কি শুনেছেন কোনো ডাক্তার সিজারিয়ান করে বাচ্চা প্রসব করানোর সময় গোপনে কোনো নারীকে বন্ধ্যা করে দিচ্ছেন? কিন্তু শ্রীলংকায় মুসলিম বিদ্বেষী কট্টর বৌদ্ধদের মধ্যে এমন সব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব শেয়ার হচ্ছে। এমন কথা ছড়ানো হচ্ছে যে মুসলিমরা তাদের জনসংখ্যার অনুপাত বাড়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নারীদের বন্ধ্যা করে দিচ্ছে। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কুরুনেগালার একজন ডাক্তার এই মনগড়া ষড়যন্ত্র তত্ত্বের প্রধান শিকার হয়েছেন।

আমি মুসলিম, এবং আমার বিরুদ্ধে ৪,০০০ বৌদ্ধ নারীকে গোপনে বন্ধ্যা করে দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে, বিবিসিকে বলেন শহরের একজন সার্জন ড. মোহামেদ শফি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ - সিজারিয়ান করে বাচ্চা প্রসব করানোর সময় তিনি ঐ নারীদের ফেলোপিয়ন টিউব এমনভাবে চেপে দিতেন যাতে ঐ নারীদের আর বাচ্চা না হতে পারে।

ঐ অভিযোগে সেদেশের সন্ত্রাস বিরোধী আইনের আওতায় ২০১৯ সালে ২৪শে মে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। দাগী অপরাধীদের সাথে একই সেলে আমাকে কারাগারে রাখা হয়। আমি শুধু ভাবছিলাম কেন তারা আমার সাথে এমনটা করছে? আমার মাথায় একটাই চিন্তা কাজ করছিল যে স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য আমাকে বাঁচতে হবে, ড. শফি বলেন।

তিন সন্তানের এই বাবাকে দুই মাস কারাগারে রাখা হয়। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে তিনি জামিন পান, কিন্তু তদন্ত চলার কারণে তাকে জবরদস্তি ছুটিতে পাঠানো হয়।

গ্রেপ্তার হওয়ার চার বছর পরও তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ না পেয়ে ২০২৩ সালের মে মাসে শ্রীলংকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করে।

শ্রীলংকার দুই কোটি ২০ লাখ জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই বৌদ্ধ। মুসলিমদের সংখ্যা ১০ শতাংশের মতো। ১২ শতাংশ হিন্দু এবং সাত শতাংশ খ্রিস্টান। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার আগে ড. শফির রোগীদের মধ্যে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকজনই ছিল।

কিন্তু ২০১৯ সালের ২১শে এপ্রিল ইস্টার সানডের দিনে বেশ কটি গির্জা এবং টুরিস্ট হোটেলে যে সিরিজ বোমা হামলায় ২৫০ জনেরও বেশি লোক মারা যায় তা ড. শফির জীবন চিরদিনের জন্য পাল্টে দেয়।

ইসলামি স্টেটের সাথে সংশ্লিষ্ট একদল জঙ্গির চালানো ঐ হামলা ছিল শ্রীলংকায় ২০০৯ সালে গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেদেশে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা।

হামলার পর শ্রীলংকা জুড়ে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। মসজিদ, বাড়ি, মুসলিমদের দোকানে হামলা-অগ্নিসংযোগ হয়। উন্মত্ত জনতার হামলায় একজন মুসলিম মারাও যায়।

ইস্টার সানডে বোমা হামলার এক মাস পর ২০১৯ সালের ২৩শে মে শ্রীলংকার প্রথম সারির দৈনিক ডিভাইনা তাদের প্রথম পাতায় প্রকাশিত এক খবরে অভিযোগ করে একজন তাওহিদ জামায়াত ডাক্তার ৪০০০ বৌদ্ধ মাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য তার বিরুদ্ধে ব্যাপক তদন্ত চলছে।

যে দুটি ইসলামি গোষ্ঠিকে ইস্টার বোমা হামলার জন্য দায়ী করা হয় ন্যাশনাল তাওহিদ জামায়াত তারই একটি।

তাদের খবরে ঐ পত্রিকাটি কোনো সূত্র উল্লেখ করেনি অথবা ঐ ডাক্তারের পরিচয়ও দেয়নি। কিন্তু পরপরই ফেসবুকে ড. শফির ছবি সহ তার বিরুদ্ধে বৌদ্ধ নারীদের বন্ধ্যা করার অভিযোগ শেয়ার হতে শুরু করে।

তখনই প্রথম জনসমক্ষে ঐ অভিযোগের সাথে আমাকে জড়ানো হয়, বিবিসিকে তিনি বলেন।

ড. শফি বলেন, তিনি এবং তার সহকর্মী কজন ডাক্তার কুরুনেগালা কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ড. শরৎ উইরাবন্দারার সাথে দেখা করে সোশ্যাল মিডিয়াতে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা নিয়ে উদ্বেগ জানান। তার জীবনের প্রতি হুমকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

কিন্তু ড. উইরাবান্দারা তাকে বলেন হাসপাতাল ক্যাম্পাসের বাইরের কোনো কিছু তার নিয়ন্ত্রণে নেই। দুদিন পর ড. শফিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই আমাকে জোর করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা-সহিংসতা এড়ানোর যুক্তিতে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তিনি বলেন।

এরপর টিভি চ্যানেলগুলোতে এই খবর প্রচার শুরু হলে তা আরও বেশি মানুষের নজরে আসে। মিথ্যা এই অভিযোগ সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে যায়। আমাকে জনগণের সামনে সন্ত্রাসী হিসাবে তুলে ধরা হয়। বিষাক্ত সব টিভি চ্যানেল আর সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেক নিউজ অমার জীবন ধ্বংস করে দিয়েছে, ড. শফি বলেন।

বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। ড. শফির স্ত্রী ফাতিমা ইমরাও সেখানে কাজ করতেন।

আমার স্ত্রীকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়, সে আমার বাচ্চাদের জীবন নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, বলেন ড শফি। ফাতিমা ইমরার চাকরি চলে যাওয়ার উপক্রম হয়।

'আমার বড় মেয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু মানুষের মধ্যে যে ক্রোধ তৈরি হয় তাতে আমরা তাকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিই। প্রচণ্ড বিমর্ষ হয়ে পড়ে আমার মেয়ে। আমার বাচ্চাদের জন্য বিকল্প নতুন স্কুল খুঁজে বের করতে হয় আমাদের, বলেন ড. শফি।

তাকে গ্রেপ্তারের পর তার স্ত্রী এবং বাচ্চারা কলম্বোতে চলে যায়। তখন থেকে, তিন বাচ্চা তিনটি আলাদা আলাদা স্কুলে যায়। আমার স্ত্রী ও বাচ্চারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের হাতে কোনো পয়সা ছিল না, কারণ আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে রাখা হয়, বলেন ড. শফি।

যদিও মোহামেদ শফির সম্পর্কে প্রায় ৮০০ নারী বিবৃতি প্রকাশ করে - যেগুলোকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ হিসাবে বর্ণনা করেছে শ্রীলংকার অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আদালতে জানায় বন্ধ্যাকরণ নিয়ে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের কোনো প্রমাণ তারা পায়নি।

শ্রীলংকার অন্যান্য গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থাও একই ধরনের রিপোর্ট দেয়।

ইস্টার সানডে বোমা হামলার পর গৃহযুদ্ধকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী গোটাবায়া রাজাপাকশা, সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপাকশার ভাই - জানান যে নির্বাচনে তিনি দাঁড়াবেন এবং জিতলে কট্টর ইসলামকে শায়েস্তা করবেন।

২০১৯ সালের নভেম্বরের নির্বাচনের আগে মুসলিম বিরোধী মনোভাব চরমে ওঠে।

বর্ণবাদী বিদ্বেষ একধরনের নেশার মত। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে বর্ণবাদে আসক্ত মানুষজন এ নিয়ে গর্ব করে, বলেন ড. শফি।

শ্রীলংকার রাজনীতিকরা আমার চরিত্র হনন করেছেন। এই কষ্ট প্রকাশ করার মত নয়।

শ্রীলংকার নিয়ন্ত্রণ নিতে মুসলমানরা বন্ধ্যাকরণকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে - এমন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব সেদেশে আগেও শোনা গেছে।

২০১৮ সালে একজন মুসিলম রেস্তোরাঁ মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে তিনি বৌদ্ধ গ্রাহকদের খাবারে বন্ধ্যাকরণ বড়ি' মিশিয়ে দিতেন।

এই গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর পূর্বের আম্পারা শহরে ঐ রেস্তোরাঁ এবং অন্যান্য মুসলিম মালিকানাধীন দোকানে সহিংস হামলা হয়।

ড. শফির গ্রেপ্তারের পর সুপরিচিত একজন বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা, ওয়ারাকাগোডা শ্রী গুনারাতানা, খোলাখুলি বলেন তিনি মুসলিমদের পাথর ছুড়ে মারার পক্ষে। মুসলিম মালিকানাধীন দোকান-পাট বয়কটের ডাক দেন তিনি।

আরেকটি গুজব ওঠে যে মুসলিম মালিকানাধীন পোশাক নির্মাতারা নারীদের আন্ডার-প্যান্টে 'বন্ধ্যাকরণ জেল' লাগিয়ে দেয়।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই গুজব ছড়িয়ে পড়লে কট্টরপন্থী বৌদ্ধরা মুসলমানদের বেশি কিছু কাপড়ের দোকানে হামলা চালায়, বয়কটের ডাক দেয়।

আম্পারায় মুসলিমদের দোকানপাটে সহিংস হামলার পর, জাতিসংঘ এক বিবৃতি দিয়ে বলে বন্ধ্যাকরণ বড়ি বা জেলের কোনো অস্তিত্ব নেই।

শ্রীলংকান ইয়ং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনসহ খুবই অল্প কিছু সামাজিক এবং পেশাজীবী সমিতি সংবাদপত্র, টিভি, অনলাইনে এমন গুজব-ভিত্তিক সংবাদ প্রকাশের নিন্দা করে বিবৃতি দেয়।

শ্রীলংকান ইয়ং জার্নালিস্ট সমিতির চেয়ারম্যান থারিন্ডু জয়াবর্ধেনার মতে, এসব গুজব নিয়ে তখন যেসব সংবাদ বা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশগুলোতেই অনুসন্ধান বা যাচাইয়ের কোনো বালাই ছিলনা।

অনেক সাংবাদিক বিবিসিকে বলেছেন সেসময় অনুসন্ধান করে, ভারসাম্য বজায় রেখে করা তাদের অনেক রিপোর্ট প্রকাশই করা হয়নি। কারণ, তাদের একজন বলেন, সম্পাদকরা ভয় পাচ্ছিলেন তাতে তাদের পাঠকরা ক্ষেপে যাবে এবং পত্রিকার বিক্রি কমে যাবে।